এই লেখকের লেখা

দীপান্বিতা

কবিতা (১৩৩০-১৩৩৫)

'দীপান্বিতা'র কবিতাগুলি মূল্যবান সাহিত্য-সমালোচনায় বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে।

দাম দেড় টাকা

তীর্থপথে ঃ কবিতা (১৩৩১—১৩৩৮)
শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, ১৩৩৯

শ্রীগুরু লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি-এস্‌সি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৩৯
মূল্য একটাকা

প্রিণ্টার, শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল,
নব-গৌরাঙ্গ প্রেস,
১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

পিতৃচরণে

তীর্থপথে

উত্তরবায়ু

খোল' দ্বার, খোল' দ্বার,—খুলে দাও দ্বার ;
ম্লান হ'ল শরতের শ্যাম উপচার ;—
বায়সের তিক্ত কণ্ঠ, কুয়াসার সুধীর সঞ্চার,
হেরি মাঝে তা'র
শেষ গান, রিক্ত প্রাণ, ছিন্ন কণ্ঠহার !
ঝরা পাতা ম্লান ফুলফল,
শুষ্ক ধূলি জমিছে কেবল।
জীর্ণ তনু, কাঁপে বুঝি স্নায়ু ;—
খোল' দ্বার, খোল' দ্বার—আসিয়াছে উত্তরের বায়ু !

কাঁপে শিরা-উপশিরা ; কাঁপে আজি নিখিলের প্রাণ।
কোমলতা হয় অবসান ;
শুষ্ক দেহ, শুষ্ক মুখখানি—
নাহি সরে বাণী।
কোথা' শোভা শ্যামলতা ? স্নেহ-প্রেম নাশি'
হাসি' অট্ট হাসি,
শেষ করি' নিখিলের আয়ু,
এল' তীব্র উত্তরের বায়ু !

তুমি এলে হে নিঠুর, কা'র ব্যথা বহি'—
কা'র লোহু পিয়া রহি' রহি'
কা'র অশ্রুজলমাখা চক্ষু দু'টি অন্ধ করি' দিয়া ?
কাঁপাইয়া ধরণীর হিয়া,
হিমানীর বুকে সঞ্চরিয়া,

তীর্থপথে

তীব্রতারে লভি'
হতাশায় ভরি' প্রাণ, ম্লান করি' আকাশের রবি,
বহি' কা'র তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
এলে তুমি উত্তর-বাতাস ?

তোমারে চাহে না ধরা হে বিজয়ী, হে নিঠুররাজ !
তবু হেরি নাহি তব লাজ ?
বিরাগের রসহীন, শুষ্ক আভরণে
কেন তারে সাজাও যতনে ?
তীব্র তুমি, দৃপ্ত তুমি ;—তোমার পরশ
নিল তা'র সকল হরষ।
নিল' তা'র আশা, নিল' গান।
জরাভরা বৃদ্ধা ধরা—দীপ্তি অবসান !

তুমি মহাকাল-সখা—শুভ্র তব উত্তরীয়খানি
শীতের রথাগ্রে চলে ; টুটে যায় গ্লানি।
টুটে মোহ, টুটে চিন্তাভার,
খুলে যায় দ্বার—
মুছে যায় মিথ্যা আশা, রাশি রাশি কল্পনার ভার !

বহ' বহ' উত্তর-বাতাস,
আন' আজি বিরহীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।
সুতীব্র চেতনা দাও, জড়ে দাও শীতের কাঁপন—
খুলে দাও ঘুমের বাঁধন !

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

আবির্ভাব

তোমারে ডাকিয়াছিনু জীবনের পথে বাঁর বার ;
তাই এলে সম্মুখে আমার !
সন্ধ্যার ছায়ার মত ধীরে ধীরে সুমন্দ সঞ্চারে,
এলে তুমি, দেখিলাম জীবনের পথের আঁধারে !
ফুলফোটা হ'ল শেষ, থেমে গেল গান,
উজল দিবস মোর হ'ল অবসান !
পাখী ডাকিল না আর, নিবে গেল আলো,
তোমার বিপুল ছায়ে কায়া মোর মিলালো, মিলালো !
দু'টি বাহু প্রসারিয়া এলে তুমি অতিথি ভীষণ—
আমারে লইলে কোলে, করেছিনু তব আবাহন।

এমনি করিয়া—
তোমারে যে ডাকে প্রিয়, পলে পলে মরিয়া মরিয়া—
তীব্র আলিঙ্গনে তব তাহারে কি লও তুমি ঘিরে ?
তোমার ভীষণ স্নেহে সে যে সখা, ভাসে আঁখি-নীরে !
কি কঠোর পরশ তোমার !
সুধাপাত্র করি' শেষ তুমি এলে সম্মুখে আমার।
তুমি ছিলে কল্পনার মাঝে
ছিলে আলস্যের দিনে ঘুমভরা স্বপনের সাজে !
আজি হেরি' আকার তোমার—
চিত্তে মোর উঠে হাহাকার !
স্বপন গিয়াছে টুটি' সমুজ্জ্বল এই রৌদ্রালোকে,
তোমার মূরতিখানি ঝলকিছে পলকে পলকে !

তীর্থপথে

আজি তব লেলিহান রোষানলশিখা—
আমার ললাটে সখা, লিখে দিল দগ্ধ রক্তটীকা।

মহারাজ, আসিয়াছ জীবনের ভস্মসৌধচূড়ে,
তোমার কেতনখানি তাই বুঝি উড়ে !
মূঢ়তার হ'ল শেষ, অন্ধকার গেল বুঝি ঘুচে !
যা' কিছু মিথ্যার লেখা দিলে সব মুছে !
এই ধ্বংসস্তূপশিরে জ্বেলে দিলে একটি প্রদীপ—
অসুন্দর ললাটের একখানি টিপ !
খুলে দিলে সর্ব্ব আভরণ,
রিক্ত, চিরমুক্ত আজি পতিত জীবন !
ভুলে তোমা' ডেকেছিনু জীবনের পথে বার বার।
ভুল হ'ল মহাসত্য,—এলে তুমি সম্মুখে আমার !

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

কল্লোল

তিমির-রাত্রির বক্ষে সাড়া দিয়া সচকিয়া দিক,
কা'রা সব নির্ম্মম পথিক
যাত্রার আনন্দ-গানে ধরণীরে দিয়ে গেল দোল!
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল!

জমিছে বন্ধনরাশি ; অন্ধকারে বারে বারে তাই
মোরা সবে পথ ভুলে যাই!
নিশার আকাশ চিরে বিদ্যুতের কটাক্ষ বিলোল ;—
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল!

প্রশ্ন বাড়ে দিনে দিনে, কেহ নাই নাহি পাই সাড়া—
ভীতি জাগে, প্রাণ দিশাহারা!
এ নিবিড় যবনিকা তোল্ আজি তোল্ তোরা তোল্—
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল!

কুসুম ফুটেছে আজ, হেরি ঐ—মধু কই হায়,—
পিপাসায় আকণ্ঠ শুকায়!
কোথা' তোরা ? আয় সবে—নির্ঝরিণী, তোলো বন্যারোল!
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল!

ব্যথায় দহিছে প্রাণ ; কোথা' শান্তি ? ভ্রান্তিরাশি আজ
পদে পদে করিছে বিরাজ!
আলোক-তরণী আসে ;—রাত্রি যায়, ব্যথা সবে ভোল্—
শুনি তাই অশ্রান্ত কল্লোল!

পৌষ, ১৩৩১

আত্মদান

নিষ্ঠুর নরের হাতে যা'রা দিল প্রাণ,
ভ্রান্ত শাসনের লাগি' যা'রা দিল শির,
কুঠারের তীক্ষ্ণমুখে ঘাতক অধীর
যাহাদের পুণ্যরক্ত করি' গেল পান,
তাহাদের তেজোময় তীব্র জয়গান
দেশ হ'তে মহাদেশে বহিছে সমীর।
মন্দির গড়িছে নর তা'দের স্মৃতির।
অমর করিছে নর সেই আত্মদান।
সেই সব জ্যোতির্ম্ময় নির্ভীক চরিত
শাস্তির কুটিল আঁখি উপেক্ষিয়া ধীরে,
গেয়ে গেছে চিরদিন প্রাণের সঙ্গীত,
সুমধুর সুর তা'র সঞ্চরিয়া ফিরে,
সেই শুভ্র জয়গাথা কালের সরিৎ
নিয়ে যায় সুমহান ভবিষ্যৎ নীরে!

প্রেমের মধুর আলো তা'দের ললাটে
নীরবে লিখিয়া দেছে দীপ্ত জয়টীকা—
তাহাদের শান্ত নেত্রে তীব্র, ধ্রুব শিখা,
সত্যের দেবতা ছিল হৃদয়ের পাটে!
কাটিয়া পড়ুক শির, সত্যের কে কাটে
চিরদিন দীপ্ত র'বে জয়পত্র-লিখা;
জাতির পরাণে সে যে প্রাণ-সঞ্চারিকা!

আত্মদান

নব নব দধীচির হৃদয়-কবাটে
লাগিবে আঘাত তা'র তীব্র কলরোলে,
নবীন মুক্তির দূত সেই ত্যাগ স্মরি'
হাসিবে মধুর হাস্য ; সে কি কভু ভোলে
আত্মার চরম দান ? কভু কি আবরি'
রাখে তা'রে বিস্মৃতির অন্ধকার কোলে ?
বীরত্ব অমর হয় বধভূমে মরি' !

মাঘ, ১৩৩১

কবিতা

হে কবিতারাণী,
জগতের মাধুর্য্যের পূর্ণ পাত্রখানি—
উচ্ছলিত লাবণ্যের প্রীতিগানপ্রভায় শোভন
যুগে যুগে মানবের চিত্ত-বিমোহন,
তুমি যে আনিয়া দিলে বিশ্বের সম্মুখে,
আনন্দচঞ্চল নেত্রে স্পন্দমান, প্রকম্পিত বুকে !
ভাষার বন্ধনমাঝে তুমি কি দিয়াছ কভু ধরা ?
কল্পনার সুরলোকে সজ্জাময়ী হে চিরঅপ্সরা !
পুঞ্জপুঞ্জ লঘুমেঘে মেলি' দু'টি সুকোমল পাখা,—
পারিজাত-রেণুগন্ধমাখা,
তুমি কি সঞ্চরি' ফির' মন্দাকিনী-নির্ঝর-সমীপে,
নন্দনের নিশার প্রদীপে,
মুগ্ধ পতঙ্গের মত পাত' কি গো ইন্দ্রজালখানি ?—
হে চিরইন্দ্রাণীসখী, লাস্যময়ী, মর্ত্ত্যপ্রবাসিনী !

দাবদহনের মাঝে তুমি আনো শান্তিবারিধারা—
বাধাবন্ধ-হারা !
বিশ্বমানবের চিরতৃষাদগ্ধ শুষ্ক তালুদেশে
পীযূষ ঢালিলে তুমি হেসে !
দিলে প্রাণ, দিলে গান দিলে আশা, সঞ্চারিলে আয়ু,
নিখিল জাগিল হর্ষে প্রাণ পেল মেঘজলবায়ু।

তুমি বেদগাথামাঝে দেখা দিলে বিশ্বধাত্রীরূপে,
মানবের মানসের পঙ্কময় অগভীর কূপে,

কবিতা

প্রবাহ দিয়েছ দেবী, সঞ্চারিয়া প্রীতিরসধারা—
মর্ত্ত্যেরে করেছ ধন্য, ভেঙে দিলে কলুষিত কারা !

প্রতিদিবসের তুচ্ছ সুখদুঃখ, স্বার্থের জঞ্জাল,
লোভ, ঈর্ষা, কুটিল করাল—
কলহ, সংশয় যত দানপ্রতিগ্রহণের মেলা,
তুমি তা'র মাঝে দেবী, নেমে এলে আরম্ভিলে খেলা !
প্রাণনাশী গাম্ভীর্য্যেরে ভাঙি' ভাঙি' করিলে চপল,
বিসদৃশ চাপল্যেরে করি' দিলে সরল—নির্ম্মল !

উন্মুখ উদ্দামবেগে আনিয়াছ বিকাশ মহান্—
ব্যক্তি জাতি সমাজের পলে পলে সেধেছ কল্যাণ !
তোমার স্রোতের মুখে অহরহ তরঙ্গ-লীলায়—
ক্লিষ্ট মানবের শ্রান্তি ধীরে ধীরে আপনি মিলায় !
বায়ু বহে, উঠে গান, ধেয়ে আসে মরণ-আহ্বান—
লীলাপদ্মে হাস' তুমি হে অমরী, অক্লান্ত, অম্লান !

বৈশাখ, ১৩৩২

মাধবী

হে শ্যামা মাধবী,
আনন্দ-চঞ্চল তব রাগরক্ত ছবি
স্মৃতির আঁধারস্তূপ ভেদি'
প্রদীপ্ত অরুণসম প্রত্যূষের কুজ্ঝটিকা ছেদি'
চিত্তে মোর দিল দেখা—
নিশার আকাশে যেন শশাঙ্কের ক্ষীণ জ্যোতিরেখা

হে স্নিগ্ধা বল্লরী,
ওই রূপখানি তব চিত্তে মোর ধরি'
ভুলিলাম বহু শোক, নিরাশার বেদনার বাণী,
তোমার পল্লবপুঞ্জ চিত্তে মোর শ্যামরেখা টানি'
স্তবকে স্তবকে ভারে ভারে
প্রস্ফুটিত কুসুম-সম্ভারে,
শোভিল সুষমাটিরে বহি'।
আজি রহি' রহি'
সেই কথা জাগে মোর প্রাণে,
কবে বসন্তের দিনে ফাল্গুনের দিবা-অবসানে,
সন্ধ্যার নীরব নম্র শব্দহীন সুধীর সঞ্চারে,
জীবন-লাবণ্যভরা চিরশ্যাম হেরেছি তোমারে !
মাধবী,
আজি তোমা' ডাকে কবি,
চিরমরণের দেশে, নিরাশার পথের দু'ধারে,
যেথা একেবারে

মাধবী

অমৃত পায় নি ঠাঁই, সৌন্দর্য্যের ভিখারীর বেশ,
যেথা নাই মাধুরীর লেশ,
সেথা তুমি পরি' এস শ্যামল সুঘন আবরণ,
পরিপূর্ণ প্রাণরসে মৃতে দাও অনন্ত জীবন।

আমার চলার পথে তব সাথে দেখা বহুবার,
ভুলিতে পারি না কভু আর—
সেই ক্ষণে,
আমার এ মনে,
স্মৃতির হিন্দোলখানি দুলেছিল অপূর্ব্ব উল্লাসে,
তাহারি আনন্দকণা আজি মোর চিত্তে ভেসে আসে,
ভেসে আসে ধীরে অতি ধীরে,
বসন্তের উন্মদ সমীরে,
পরিপূর্ণ কান্তি তোর বর্দ্ধমান, চির অভিরাম
ভাদ্রের পূর্ণতাদৃশ্য তোরি রূপে জেগেছে সুঠাম !

অয়ি শ্যামা আনন্দলতিকা,
তোমার যৌবন যেন ভাবময়ী অপূর্ব্ব গীতিকা,
প্রকৃতির কাব্যে হ'ল লেখা—
মোর বক্ষনভ-তলে তুমি যেন স্নিগ্ধমেঘরেখা !
তুমি যেন স্নিগ্ধা বঙ্গবালা।
বসিয়া নিরালা !

তীর্থপথে

যে কল্যাণী নিজ মনে,
স্তব্ধ গৃহকোণে,
সুখময় স্বর্গলোক করেছে সৃজন।
তুমি যেন তা'রি প্রিয়জন!
তাহার লাবণ্য আজি হেরিতেছি পল্লবে তোমার।
তা'র মৃদু হাসিখানি পুষ্পে তব রাজে অনিবার।
তা'র স্নেহ, তা'র আশা,
তা'র যত প্রেম ভালোবাসা,
তা'র অশ্রু, তা'র ব্যথা সবই যেন দিয়াছে তোমায়,
মাধবী, সার্থক তুমি স্বর্গলোক এনেছ ধরায়!
তোমার পল্লবছায়ে,
মৃদুমন্দ বায়ে,
বিশ্রাম লভিতে চায় হিয়া—
দিও তা'র বেদনা নাশিয়া!
পুষ্পনম্র শাখাগুলি দুলা'য়ে দুলা'য়ে
ছায়াখানি দিও গো বিলায়ে!
চিরমরণের দেশে চিরশ্যামা মাধবীলতিকা,
গাও আজি দুলি' দুলি' অমৃতের আনন্দ-গীতিকা!

বৈশাখ, ১৩৩২

শেফালির মৃত্যু

শরতে যাহারা ঝরিয়া পড়িত গোপনে,
ধীরে ধরাতল-শয়নে,
ঊষার পরশে জনমবৃন্ত তেয়াগি'
শুভ্র হাস্য হাসিত তাহারা কি লাগি' ?
ইসারায় তা'রা সাড়া দিত বুঝি সদলে,
জীবন তাদের জাগিত মরণ-বদলে।
আজি কুয়াসায় কোথা' তা'রা হায় লুকা'ল ?
শীতল শিশির-পরশে কি তা'রা শুকা'ল ?
বিফলে বালিকা খুঁজিছে পুষ্পবীথিকা—
ব্যর্থ শেফালি-চয়নে।
শীতের আভাসে মরেছে শেফালি, বিধুরা—
নাহি ধরাতল-শয়নে !

শয়ন তাহারা পেতেছে নিশীথ-গগনে !
কি জানি কি শুভলগনে,
আকাশে আজিকে চাহ' চাহ' ওগো বালিকা
নিবিড় আঁধারে ফুটেছে শেফালি-কলিকা !
রজনীর শেষে তাহারা পড়িবে ঝরিয়া—
অস্ত-অচল-শয়নে রহিবে মরিয়া !
শুভ্র আঁচল দুলা'য়ে প্রভাত-কিশোরী

তা'দের কুড়া'য়ে গাঁথিবে বাঁধিয়া কবরী ;
ফুটিবে, ঝরিবে তাহারা নিশীথ-গগনে,
গন্ধ ভাসিবে পবনে,
শীতের আভাসে মরেছে শেফালি—বিধুরা
নাহি ধরাতল-শয়নে !

ক, ১৩৩২

নবীন মন্ত্র

নূতন করিয়া গড়িতে হইবে জানি—
আমাদের এই পুরানো জীবনখানি।
গ্রন্থিল বাস ধূলায় মলিন হ'লো ;
তালিতে ফাঁকিতে কতদিন র'বে বলো !
ফাঁকে ফাঁকে তা'র ব্যাধি যে বাঁধিছে বাসা—
মুদিত নয়ন ; মুখে নাহি সরে বাণী ;
পরম প্রবীণ পুরানো জীবনখানি !

মেঘে মেঘে হায় হ'য়ে গেল বহু বেলা !
জীবন লইয়া এখনো চলিছে খেলা !
যন্ত্রের মতো মন্ত্রবচনগুলি
চলিছে কেবল উড়ায়ে শুষ্ক ধূলি !
বঙ্কিম পথ পঙ্কিল হ'লো যবে,
তখনো কি সেথা নীরবে চলিতে হ'বে ?

নবীন, তোমরা বসিয়া রহিবে কত—
জীবনবিহীন জড়-পুত্তলি'-মত ?
যাত্রা পথের তোমরা হইবে সাথী ;
তোমরা আনিবে আশার মধুর ভাতি !
বেদের নূতন সূক্ত-সৃজন করি'—
তোমরা তাহারে পরাণে লইবে টানি'।

তীর্থপথে

প্রাণের শান্তি ভক্তির সাথে নিলে।
তোমরা জাতির আশার আভাস দিলে।
ফাঁকিরে তাড়ায়ে ভ্রান্তির সাথে সাথে,
যুগে যুগে গুরু-গঞ্জনা নিলে মাথে!
গায়ত্রী আজি নূতন করিয়া গাহ'—
শুনাও আশার নবীন অভয়-বাণী;
নবযুগ আজি রহিল চাহিয়া পথে—
গড়িবে তাহার নবীন জীবনখানি।

আশ্বিন, ১৩৩৩

মহত্তর ভারত

অধিকার-সীমা লঙ্ঘি' যাঁ'রা চিরদিন,
আত্মার আনন্দস্রোতে মুক্তিগান গাহি'
গেছেন দুর্দ্দম বেগে, দিনরাত্রি নাহি
তপস্যার আয়োজনে—বিশ্রামবিহীন!
তাঁদের অনন্তকীর্ত্তি কাল, সীমাহীন
জাতিরে দিয়েছে সঁপি'। অমরতা চাহি'
চলেছে যাত্রীর দল দুঃখে অবগাহি'—
দিন যায়,—আশা তবু নাহি হ'ল ক্ষীণ!
জাতির শাশ্বতবাণী যাঁ'রা দেশে দেশে
গণ্ডীর নিষেধ ভুলি' গেলেন প্রচারি',
স্বদেশের কেতনেরে অমানিশাশেষে
নীরবে বহেন যাঁ'রা দূরে দিয়া পাড়ি,
কেহ কি ভুলিবে কভু ম্লান হাসি হেসে,—
তাঁদের অক্ষয় বাণী ভ্রান্তি ল'বে কাড়ি'?

আরণ্যক তপস্বীর অন্তর-আলোকে,
যে বাণী বাহির হ'ল প্রাচীন ভারতে,
সুধন্য জগৎবাসী অমৃতের পথে
সে গীতি উঠিল গাহি' অসীম পুলকে!
মহান্ ভারত তাই একদা ভূলোকে
মহত্তর হ'য়েছিল সুকঠিন ব্রতে!
বাণিজ্যে, বিদ্যায়, কর্ম্মে উন্নতির রথে,

তীর্থপথে

হ'য়েছিল অগ্রগামী জগতের চোখে !—
প্রাচীর সে মহাসত্য আজিকার দিনে
জ্ঞানের বিমলালোকে উঠিবে উদ্ভাসি'
মহান্ ভারতে যা'রা প্রতিক্ষণে চিনে,
তাহারা হেরিবে চাহি' সবিস্ময়ে হাসি'
নবীন তপস্যাবলে ধীরে দিনে দিনে,
মহত্তর সে ভারত উঠিছে উল্লাসি' !

আশ্বিন, ১৩৩৩

দিনমজুরের ছেলে

দিনমজুরের ছেলে,
হাসি-খেলা তা'র দূরে ফেলি' দিল ঠেলে,
ক্ষুধার দহনে ব'সে আছে পথে জীর্ণ বসন মেলে' !

ললাটে তাহার বেদনা-চিহ্ন এখনো রয়েছে আঁকা—
নয়নে তাহার কি যেন মিনতি মাখা—
কৌপীন পরি' ফিরে পথে পথে, অঙ্গ পড়েনা ঢাকা,
ভীত কম্পিত ত্রস্ত জীবন, আদর-সোহাগ পেলে,
ভয়ে ভয়ে চায়, ছুটিয়া পলায় দিন-মজুরের ছেলে !

পিতা প'ড়ে থাকে বাহিরে কোথায়, মা'র স্নেহ নাহি পায়-
হৃদয়ের কিনারায়,
মমতা হারায়ে বাড়িয়া উঠে সে হায় !
কোমলতা হয় পাষাণের মত সঞ্চিত বেদনায় !
শেষে দেখা দেয় সভ্যতাশিরে ধ্বংসমশাল জ্বেলে,
চিরবঞ্চিত লাঞ্ছিত চির দিনমজুরের ছেলে !

এরা আসি' যেন তুলে কলরোল জীবনসিন্ধুতীরে,
বলে,—আমাদের দাবী দাও গো মোদের ফিরে !
চলে, নিশার বক্ষ উল্কার মত চিরে—
কহে, তুমি ত পাষাণ নও,
আমাদের ব্যথা কিছু বুকে তুলি' লও,
ক্ষুধিত, ব্যথিত, পঙ্গুজীবন কণ্টকপথে বও !
যদি বোঝো ভার, দিও পথ'পরে ফেলে ;
সাগর-বেলায় আসে দলে দলে দিনমজুরের ছেলে !

তীর্থপথে

সন্তোষহীন জীবন তা'দের এমনি বাড়িয়া চলে,
একদা তাহারা ফিরে আসে দলে দলে—
দেশে দেশে আসে ধ্বংসের সেনা রক্ত-পতাকাতলে !
সভ্য মানুষ ধূলায় লুটায় এদেরি দানব-বলে !

সহসা হেরিনু ফিরে চাহি' ওই খোলার ঘরের নীচে,
শ্রমিক-জীবন চলিছে গোপন সারা জগতের পিছে—
আপনার পথ'পরে,
তা'রা চলে বহি' ব্যর্থপরাণ অসীম দৈন্যভরে—
দীনের বংশ বেড়ে চলে ধীরে নব ধরণীর ঘরে !

আজি তাই শুনি হায়,
মহাকলরোল মোদের জীবন-সাগরের কিনারায়।
শান্তিবিহীন ভিখারী কাহারা দ্বারে কর হানি' যায় !

ভারতের বুকে হেরি দূরে দূরে পল্লীপথের 'পরে,
এরা আসি' ভিড় করে !
অর্থবিহীন, বিপুল ক্ষুধায় তৃষায় জ্বলিছে ম'রে,
প্রতিদিবসের রোগ ও শোকের অশ্রু পড়িছে ঝ'রে !

জীর্ণবসন, শীর্ণশরীর হাসিখেলা দূরে ফেলে'
মরণে রাখিল ঠেলে,—
বিধির সৃষ্টি-উপহাস-সম দিনমজুরের ছেলে !

কার্ত্তিক, ১৩৩৩

মাটি

আমার মাটিরে আমি চিনি নাই, তাই,
অন্তর ভরিয়া মোর জাগিছে সদাই
অভাবের শীর্ণমূর্ত্তি ; চির ক্ষুধানল,
ঘূর্ণীবায়ু, মরীচিকা, পিপাসা সম্বল !
মাটির সে ভাষা কানে পশে নাই, তাই
উৎসহারা স্রোতসম কেবলি শুকাই
দিবসের খরতাপে। বর্ষা নাহি আসে,—
শ্যামরেখা নাহি টানে গম্ভীর সম্ভাষে।
আজি দূর পরবাসে পড়িতেছে মনে,
প্রদীপ জ্বলিছে কোন্ গৃহের প্রাঙ্গণে
তুলসীর মঞ্চতলে। গাভী এল গেহে—
সুপ্তিমৌন, শান্ত গ্রাম স্তব্ধ চিরস্নেহে !
শুধু মোর মূক মাটি র'য়েছে জাগিয়া—
যা'রা দূরে গেছে চ'লে তা'দেরি লাগিয়া !

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

দুর্লভ

তোমারে আমি জীবন ভরি' খুঁজিনু মনে মনে—
কারণে অকারণে
কত না দুখে, কত না সুখে কত মিলন-ক্ষণে—
নবীন নব শিশুর মুখে, হাসির রেখা-সনে !

আজিকে মোর নয়ন দু'টি ভরিয়া উঠে জলে,
কখনো কোনো ছলে,
শ্রীহীন মনে গোপনে যেথা বেদনাশিখা জ্বলে,
আস'নি নেমে ! তাই ত সেথা মরিনু পলে পলে !

আমারি পথে চলিতে মোর শিকল বাজে পায়ে,
দাঁড়ায়ে গায়ে গায়ে
হাজারো জন, হাজারো মন—শাসন ভাসে বায়ে,
তোমারে পা'ব নাহি সে ক্ষণ পরাণ ভরে ছায়ে !

নিজেরি মাঝে ডুবিয়া রহি, মরি যে তিলে তিলে,
সময় নাহি মিলে !
জীবনভার বাড়িয়া উঠে—তুমি ত নাহি নিলে,
দীর্ণ মোর পর্ণপুটে অমৃত নাহি দিলে !

হে চিরপ্রিয়, চলেছি পথে, সহজ হ'বে কবে ?
টানিয়া মোরে ল'বে

দুর্লভ

মায়েরি মতো চুমিয়া মুখ ডাকিবে স্নেহ-রবে,
গরবে মোর ভরিবে বুক, সহজ হ'বে যবে!

তোমারে সদা ভুলিয়া যাই ঘূর্ণীস্রোতমাঝে
চিরনবীন সাজে,
মরণে বসি' হাসিছ তুমি স্মরণে রহে না যে!
জীবনে তুমি সহজে চুমি' রহিলে মনোমাঝে!

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

বিজয়ী

হাজার যুগের জড়তা টুটিয়া কবে
বাহিরিলে রাজপথে ?
সুদূর-বিসারী বিভায় মলিন নভে
ভাতিলে নবীন রথে !
সেদিনের কথা আজি কি পড়িছে মনে ?
গহন-গাহন মহাকণ্টক-বনে ;—
আশাহীন চির অজানা আন্দোলনে
পথ-চলা কোনো মতে !
কা'রে পা'ব, কা'রে নাহি পা'ব এই ভেবে
বাহিরিলে রাজপথে !

বাঁধেনি তোমায় বাহিরের মহামোহ
চির নাগপাশে তা'র—
আপনার পথে চলেছ ছুটিয়া বীর—
যেন খর তরবার !
ছিল সন্দেহ, আশা ছিল তবু জেগে,
উদয়ের বাণী ঢাকে নি অলস মেঘে—
পূর্ব্ব-অচলে নবারুণ-বিভা লেগে
টুটেছে অন্ধকার—
গগনে তোমার নবীন রশ্মি ভাতে
খুলে সংশয়-দ্বার !

বিজয়ী

নিষাদ-তনয় গহন কাননমাঝে
আপন মানস-বলে,
আপনার পথ আপনি পেয়েছে খুঁজি'
পথহীন বন-তলে!
সেই সে পথের পবিত্র রেণু মাখি'
সঙ্গীবিহীন চলিয়াছ থাকি' থাকি'
আত্মার মাঝে নির্ভরতায় রাখি'
পথ-চলা পলে পলে—
ভ্রান্তির সাথে শান্তি করেছ তবু
তিতিয়া অশ্রুজলে!

আজি হেরি তোমা' বিস্ময় জাগে মনে,
পরাণে আলোক ভাতে—
মনে হয়, যেন তুমি দুর্জ্জয় বীর
মহাদুর্য্যোগ রাতে—
বিঘ্ন বিনাশি' এসেছ চলিয়া ধীরে,
আনিয়াছ তুমি প্রাণের রশ্মিটিরে—
শতেক যুগের নিরাশা-বক্ষ চিরে,
মহামণি ল'য়ে সাথে—
তিমির-লহরী ধন্য হইল আজি
তোমারি চরণ পাতে!

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

ভালোলাগা মোর ভালোবাসা হ'বে কবে

এই বসুধার শ্যামল আঁচলখানি
পরাণ পরশে হরষের রেখা টানি' !
চিত্ত-চকোর নবীন-দরশ মাগি'
চলে নিশিদিন নব নব অনুরাগী !
রূপ হ'তে রসে, রস হ'তে রূপে ধেয়ে
ফিরিছে জীবন চঞ্চল গান গেয়ে,
বলে,—চল' চল' !—বিপুল চলার বেগে
নূতন প্রভায়, নবীন আশায় জেগে' !
তাই চলি ধেয়ে পিছনে ফেলিয়া সবে,
ফিরে ডাকে কা'রা ব্যাকুল আর্ত্তরবে !

বিদায়-পথিক চলিছে এমনি ক'রে !
ক্রন্দন কা'র পিছনে টুটিয়া ঝরে
ভগ্নপরাণ তিক্ত ব্যথার ভারে,
নীরবে লুটিছে পাষাণ-পথের পারে।
মন্থর বায়ু জমিছে তাদের শ্বাসে,
দাঁড়ায় তাহারা পায়ে-চলা-পথ-পাশে !
গতিরে তাহারা গোপনে টানিয়া রাখে—
শিহরে পথিক করুণ আর্ত্তডাকে !
তবু চলে যায় পিছনে ফেলিয়া সবে—
ভালোলাগা তা'র ভালোবাসা হ'বে কবে !

ভালোলাগা মোর ভালোবাসা হ'বে কবে

জীবনে আমার আজি যে আননগুলি
লুকায় গোপনে স্মৃতির বাঁধন খুলি',
তাহাদের কবে ভালো লেগেছিল মনে,
ভুলেছি কথন বেদনা-ভাবনা-সনে !
ক্ষণিক অতিথি ফিরিয়াছে দ্বারে দ্বারে—
ভালোলাগা তা'র ভালোবাসা হ'লনা রে !

ভালোবাসা হায়, কোন্ সে পরশমণি,
তাহারি লাগিয়া প্রহর বসিয়া গণি ।
জীবনে মরণ মিশিছে গভীর রবে,
ভালোলাগা মোর ভালোবাসা হ'বে কবে ?

পৌষ, ১৩৩৩

গোপনচারী

অন্তর-প্রান্তর-পারে হে সন্ন্যাসী, চিনেছি তোমায়
তমোময়ী রজনীর সুগম্ভীর তিমির-ছায়ায়।
হে ধ্যানী, তোমারি লাগি' অশ্রুজলে কাটায়েছি দিন
গ্লানির মুহূর্তে মোর সুরহারা জীবনের বীণ্
মহা দৈন্যভরে,
গাহে নাই পূর্ণগান, হৃদয়ের মৌন শ্রোতা লাগি'
ব্যথিত অন্তরে!

সুদুর্লভ, তোমা' লাগি' পুঞ্জীভূত বেদনার বাণী
নিরাশার করতলে রাখিয়াছি ধীরে ধীরে আনি'।
আজি এ তিমিরতলে চিনিয়াছি আনন তোমার,
জীবন-মাল্যের মোর গ্রন্থিহীন শুষ্ক পুষ্পভার—
আজি তোমা লাগি'
একে একে দিব তুলি' শীর্ণ তব করপুট ভরি'
হে মোর বৈরাগী!

কত দিন, কত সন্ধ্যা, কত রাত্রি ফিরেছে সবেগে,
আমার জীবন ঘিরি' নব নব রূপরস লেগে,
তৃণের অঙ্কুর যেথা, সেথা ধীরে ফুটিয়াছে ফুল,—
আতপ্ত প্রাণের রসে গাঢ়তম সুধাসমতুল
আশীর্ব্বাদ-ধারা
চাহি নাই, ফিরিয়াছ ম্লানমুখে অস্তাচলপারে
যেন বাণীহারা!

গোপনচারী

সেথা ছিলে তপস্থায় দীর্ঘকাল মোরে প্রতীক্ষিয়া
বিজন নির্ব্বাস দেশে গুহাহিত আমারি লাগিয়া !
ফিরায়েছি বারে বারে দ্বার হ'তে নির্দ্দয়ের মত
অকম্পিত করুণায় নেত্র দু'টি করিয়া আনত,
হে গোপনচারী,
হাসিয়াছ ম্লান হাসি, ফিরিয়াছ দূর হ'তে দূরে
গ্লানি অপসারি' ।

তিলে তিলে মোরে তুমি চাহিয়াছ ওগো সঙ্গহীন,
আপন বক্ষের মাঝে একেবারে করিতে বিলীন,
মিলনসঙ্কেত তব দুর্দ্দিনের অন্ধবারিধারে,
নিঃশেষে মিলায়ে যায়, সীমাহীন সুদূর পাথারে—
আমি রহি বসি' !
জীবন-কুসুম মোর ফুটি উঠি' সৌরভ বিলায়
পবনে নিঃশ্বসি' !

শীত, গ্রীষ্ম সুখদুঃখ হে গম্ভীর, স্পর্শে না তোমায় ;
দিনের পশ্চাতে দিন অন্ধবেগে ছুটে' চ'লে যায় !
নীহারিকা-আবর্ত্তনে জ্যোতির্বাষ্প শূন্যতল ঘিরে—
গতির চরম বেগে জন্মমৃত্যু-আবরণে ধীরে
তপস্বী আমার !
অন্তর-প্রান্তর-পারে জ্বলে তব হোমশিখা-খানি
দীপ্ত, দুর্নিবার ।

তীর্থপথে

জ্বলে তব হোমানল, ভস্ম হয় জীবনের গ্লানি,
নির্ম্মোক খসিয়া পড়ে—বাহিরায় সত্য মুক্তবাণী।
শিবের প্রশান্তি ভাতে জীবনের যাত্রাপথ 'পরে—
ছলনার মোহভার দগ্ধ হয় ধীরে থরে থরে!—
হয় বিনিঃশেষ,
দীপ্ত, তৃপ্ত নব মূর্ত্তি আবরণ ফেলে ম্লানিমার
ঘুচে যায় ক্লেশ।

আজি তব ধ্যানলোকে হে তপস্বী, আসিয়াছি ফিরে-
জীবন-সেতারখানি ধ্বনি' তুল' একান্ত গম্ভীরে!
সুমহান্ কালস্রোত—বালারুণ ভাতিছে গগনে,
মুক্তি দাও, মুক্তি দাও এই মহা প্রশান্ত লগনে
জ্ঞানের আলোকে।
সহস্র বন্ধনমাঝে স্মরি তব জ্যোতির্ম্ময়ী বাণী
অসীম পুলকে!

পৌষ, ১৩৩৩

স্বপ্ন-প্রয়াণ

হে স্বপ্ন আমার—
ডাকো মোরে যেথা তব স্নেহঘন প্রশান্তি-আগার।
যেথা তব শ্রান্তিহীন মুগ্ধনেত্র সভাসদ্ দল
নয়নে অঞ্জন টানি' হরি' লয় বাস্তব-সম্বল ;—
মধুপ-গুঞ্জনসম যাহাদের পাথার লীলায়
সহস্র অপ্সরোলোক ভাতি' উঠি' আপনি মিলায়,
যেথা দীপ অহরহ নব জ্যোতি করে বিচ্ছুরণ,
অপূর্ব্ব বিলাসদ্যুতি, মরকত হিরণ-বরণ—
যেথা তব নব সৃষ্টি, আপনার পূর্ণ অধিকার—
সেথা মোরে ল'য়ে চল' ধীরে ধীরে হে স্বপ্ন আমার !

বাস্তবের অবিরাম লীলামত্ত তরঙ্গ-দোলায়,
ভ্রান্ত আমি, শ্রান্ত আমি কঠিনের প্রকট ব্যথায়।
হে স্বপ্ন আমার !
আজি তুমি খুলে দাও গুপ্ত তব অমরভাণ্ডার !
তোমার সে রাজকোষ,—প্রাচুর্য্যের মহা আয়োজন—
স্তরে স্তরে সাজায়েছ নিখিলের নয়ন-রঞ্জন—
আপনার মনে,
হৃত চেষ্টা, মৃত প্রাণ, স্তব্ধগান যেথা সংগোপনে,
তোমার কুহকদণ্ডে পেল' প্রাণ, সুর সমাবেশ—
যেথা তব মায়াংশুকে আনিয়াছ আতপ্ত আবেশ
লীলাভরে মন্ত্রজাল টানি'
ভাষা দিয়া বেদনারে আনিয়াছ সন্তোষের বাণী।

স্বপ্ন-প্রয়াণ

ছায়াময় তব কুঞ্জবনে,
শাখে শাখে আলিঙ্গন, পত্রে পত্রে নিবিড় গুঞ্জনে,
চলে ধীরে তব ভাষা অনাহত, মধুর গম্ভীর ;
শুধু ছায়া—ঘনছায়া ; সুসংহত স্তব্ধ বাপীনীর—
সেথা নাহি কলোল্লাস উঠে,
অভিনব মরালের স্বর্ণময় সিক্ত পক্ষপুটে
সমারোহ নবীন শুক্তির,
সকলি নবীন যেথা, যেথা গান আনন্দ-মুক্তির,
সেথা সুচরিতে,
আমারে টানিয়া লহ মুগ্ধ করি' মধুর সঙ্গীতে।

হে কবিসঙ্গিনী,
আদিযুগ হ'তে তুমি লীলাময়ী অনন্ত রঙ্গিণী।
অপরূপ তোমারি লীলায়,
ছন্দ-ভাব-কাব্যস্রোত কালস্রোতে আপনি মিলায়।
প্রতিভার নবোন্মেষে নব নব সৃজনের সাথে,
তোমার সে লীলাপদ্ম দুলাইছ তরঙ্গ-আঘাতে।
সুবর্ণপরাগরেণু-পরিমল ভাসি' যায় স্রোতে,
চিত্ত মম অলিসম ধেয়ে চলে অন্ধকার হ'তে।

ওগো মঞ্জুভাষা,
ঘন নীল নিশীথের ইন্দ্রজালে মোহিয়া নয়ন,

স্বপ্ন-প্রয়াণ

আমার অন্তরতলে ধ্বনি' তোল' একটি সে আশা-
আমার হারানো সুর ধীরে ধীরে কর গো চয়ন।

ধরার বসন্তে আমি যাপিয়াছি যে দিবসগুলি,
কল্পনার করস্পর্শে পাসরিয়া কোলাহল-ধূলি,
আমার সে ধ্যান-লগ্ন মৌন বীণা তুলিবে গুঞ্জরি'
সুরে তা'র ধীরে ধীরে ঝরি'
পড়িবে শ্যামল তৃণে সুকোমল কুসুম-মঞ্জরী।

ভূতলের স্বর্গে মোর দিবে তুমি নব রস-ধারা—
তন্দ্রাহীন চন্দ্রালোকে জীবনের বদ্ধ অন্ধকারা
ভাঙি' ফেলি' বাহিরিব তোমার বিচিত্র পথ'পরে-
নব নব প্রেরণার লাগি'—
মুক্তিস্নানে ক্লিন্ন প্রাণ অপরূপ আনন্দের ভরে,
কোমল পরশে তব জরা হ'তে উঠে যেন জাগি'।

আজন্মের সহচরী, লহ' মোরে আলয়ে তোমার।
গ্লানিহীন লীলাভরে এ আসন ছাড়িয়া আবার
মানস-সন্ধানে প্রাণ যেতে চায় ব্যাকুল তৃষ্ণায়—
অশ্রান্ত পাখায়

তীর্থপথে

অদৃশ্যচারিণীদল ক্ষণে ক্ষণে করিছে চপল,
কর' মোরে ব্যাকুল বিহ্বল,
তারপরে কবিদের পরিচিত ছায়াপথ ধরি'
দূরে দূরে ল'য়ে যাও তিমিরের লহর মুখরি'
নূপুর-আঘাতে,
নব যবনিকা তোল' জীবনের অভিনয়-রাতে।

মাঘ, ১৩৩৩

সখা

প্রণয়-বন্ধনে সখা, বাঁধিয়াছ এ দীন হিয়ায় ;—
কৈশোরের উৎসুক লীলায়।

অতীত দিনের কথা—কবে মোর মুখপানে চেয়ে
বলেছিলে কোন্ কথা, ফিরেছিলে কোন্ গান গেয়ে,
আজি একা-একা
নিশীথের অন্ধকারে স্মরি বসি'—নাহি তব দেখা।

দেখা নাই ; তবু হায়, দীর্ঘ দিন চলিয়াছে ধীরে।
বঙ্কিম কুটিল পথে আপনার বিশ্রাম-মন্দিরে।
যেথা রাত্রি, সুগম্ভীরা আসে ধীরে নীলাঞ্চল পরি'
বেদনার সাথে মোর জাগে মেলি' আঁধার কবরী।
নিখিল সুষুপ্তিমাঝে তারাদল চাহে মোর পানে ;
কি যেন হারায়ে গেছে !—সারা বিশ্ব ফিরে তারি ধ্যানে !

তুমি নাই ; আজি তাই ভ্রান্তমন ফিরে দ্বারে দ্বারে
বিরাট অতৃপ্তি ল'য়ে, ল'য়ে ক্ষুধা, স্তব্ধ বেদনারে ;
সহস্র প্রশ্নের ভারে অবসন্ন দেহ মন ল'য়ে,
মহাগ্লানি চিত্ততলে ব'য়ে,
আছি একা বসি' ;
নির্জ্জন মানসলোকে ফিরিতেছি তোমারে.পরশি'।

আমার মানসে আজি হেরিতেছি বিরাট্ প্রান্তরে,
তুমি, আমি চলিতেছি সুবঙ্কিম পথরেখা ধ'রে ;

তীর্থপথে

ছায়াময়ী রজনীর শেষযামে দীপ্ত শুকতারা
মোদের যাত্রার পথে ছিল চেয়ে যেন নিদ্রাহারা !
শীতল শিশির-স্পর্শে তৃণদল আকুল অধীর—
ধরার নির্ব্বাক শিশু ;—বহে শুধু নয়নের নীর !
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ ; উদয়ের আলো নাহি জাগে
তুমি মোর কর ধরি' কহিতেছ, 'আগে, আরো আগে !'

সুদূরের পিপাসায় কণ্ঠ তব তৃষিত দারুণ ;
উদাসীন দৃষ্টি তব, বাণী তব একান্ত করুণ ;
সে দৃষ্টি ডাকিত মোরে, সে বাণী ভুলা'ত বেদনায়,
আজি তাই অধীর হিয়ায়
তোমার পরশ মাগি আমার চিন্তার পথ'পরে ।
যে আশা জাগাতে প্রাণে, আজি চলি তাহারি নির্ভরে ।
স্মরি—মহা অন্ধকার, পুঞ্জীভূত ঘন ঘোর কালো—
ঊর্দ্ধে মেলি হস্ত দু'টি—কহিতেছ, 'আলো, আরো আলো ।'

হে তরুণ বন্ধু মোর, হে সুন্দর, হে চিরনবীন,
আলোর কামনা মোর প্রাণে তাই নহে নহে ক্ষীণ ।
তরুণ গরুড় জাগে মাতৃগর্ভে জন্মদিন চাহি'—
দূর সুরলোক হ'তে অমৃতের মহাগান গাহি'
তাহারে জাগিতে হ'বে ; তাহারে উঠিতে হবে শেষে
বেদনার বন্ধ টুটি' সগৌরবে মহা বীরবেশে ।

সখা

নয়নসম্মুখে নও ; আজি তোমা' স্মরিতেছি প্রিয়,
মধুর মাধবী নিশি, শান্ত বায়ু, যেন বা অমিয়।
এমনি বসন্তে কোথা' মুখরিত বিহগের গীতে,
গোলাপের কুঞ্জতলে জ্যোছনায় একান্ত নিভৃতে
হাফেজ তোমা'রি গানে জীবনের কাব্যটিরে গড়ি'
বিশ্বজন-করতলে রেখে গেছে ; কত বর্ষ ধরি'
তাহারি অমর বাণী প্রদানিছে সঞ্জীবনী-ধারা—
বিরহের অশ্রু তাই মরুভূমে হয় নাই হারা !

হে দরদী, দাঁড়ায়েছ পাশে ;
যুগে যুগে বেদনায় শান্তি দিলে প্রসন্ন সম্ভাষে !
সুবিপুল রণাঙ্গণে, ধ্বংসস্তূপে বিষাদের মাঝে,
তুমি যে সারথি-বেশে দেখা দিলে অপরূপ সাজে।
শোনা'লে অপূর্ব্ব বাণী ভয়-ভীত ক্লীব জনগণে,
গাহিলে গম্ভীর গান ভারতের বিরাট প্রাঙ্গণে।

তুমি মানবের সখা, বন্ধু তুমি, হে চিরভাস্বর,
বিপুল আশ্বাসবাণী ধ্বনি' তুলি' রাজরাজেশ্বর—
শুনায়েছ অদ্ভুত বারতা
সুমহান্ সন্ধিক্ষণে নবধর্ম্ম-জনমের কথা !

তীর্থপথে

হে নবীন, সখা তুমি, বন্ধু তুমি, তুমি প্রিয় মোর ;
বিপুল বন্ধনমাঝে হাস্যমুখে নিলে রাখী-ডোর।
সখারূপে সত্য তুমি ; তাই প্রাণ সদা তোমা' চায়।
তব নীল নয়নের স্নেহঘন ব্যাকুল মায়ায়
রসধারা খুঁজে প্রাণ। তুমি তাই রহ'না পাসরি'
বেদনায় মথি' হিয়া ভোল' নাই বাজাতে বাঁশরী।

ফাল্গুন, ১৩৩৩

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

আমার জীবনমাঝে হেরি আজ রাজে কোটি কোটি প্রাণ—
আজি তা'রি লাগি' অধীর, গভীর গাহি সঙ্ঘের গান।

দেহের বীণার তারে
কত সুর বাজে ধীরে অনুপম—শত পরমাণুভারে—
ব্যাকুল অধীর জীবনপ্রবাহ মহা-আনন্দে ধায়—
প্রাণে জাগে বল, নয়নে দৃষ্টি, আননে গরিমা ভায়।
গ্রহ-নর্ত্তন-তালে তালে মোর বুকে নর্ত্তন চলে—
অমৃত রুধির সারা দেহ ছায় কিসের অসীম বলে!
মিলেছে শক্তি রক্তে আমার আশা জাগে অফুরান্,
কর্ম্মের বাণী সে দিবে আমায়, আজি গাহি তা'র গান।

সারাটি জগৎ মিলেছে আমার মানস-লোকের মাঝে,
নবজীবনের বাণী বহি' আনি' মহামহিমায় বাজে।
ধ্যানে, জ্ঞানে, প্রেমে মিলেছেন যাঁরা, আজি তাঁহাদের লাগি'
আমার মরমকুসুম ফুটেছে দুখের রজনী জাগি'।
গত-অনাগত মনের মানুষ মোর মাঝে ভিড় করে—
কোন্ উপহার-সম্ভার আজি দিব তাঁহাদের তরে?

শতশাখাময়ী জীবনের নদী সাগরের পানে ধায়—
কোথা সে সাগর? কোথা মহাগান বেলাবালু-কিনারায়?
নয়নে যেথায় মরীচিকা জাগে, সেথায় কি আশা নাই?
সম্মুখে যেথা জাগে গিরিচূড়া, এস তা'রে দলি' যাই।

তীর্থপথে

এস হে নবীন, হাতে দাও হাত, গাহ' সঙ্ঘের জয়—
সহস্রবাধাকণ্টক দলি' চল' হে ধরণীময়।
জানি, জানি আজি চলে আয়োজন, বাজে হৃদয়ের বীণ-
মানুষ মিলিবে মানুষের সাথে, এসেছে সে মহাদিন।

একদা ভারতে হ'ল আয়োজন, সঙ্ঘশরণ লাগি'
রহিল সাধক ধ্যানে আপনার দুখ-অমানিশা জাগি'।
রাজার দুহিতা, রাজার তনয় বাহিরিল পথে পথে—
সঙ্ঘের বাণী করিল প্রচার অরণ্য-পর্ব্বতে।
প্রাচী সে গাহিল আদর্শ-গান, শ্রোতা কত মহাদেশ—
মহান্ রাগিণী উঠিল বাজিয়া আজো চলে তা'র রেশ।
জানি, জানি আছে দৈন্য গভীর ; তবু হ'ব আগুয়ান্!
কর্ম্মের সাথে কর্ম্ম মিলিবে—প্রাণ সাথে মিলে প্রাণ।

সুখগৃহকোণ মিলিবে বন্ধু, কর্ম্মের শেষ যবে,
তা'র আগে এস বাহিরের ডাকে মহাভৈরবরবে।
বিন্দু বিন্দু বারিকণা মিলি' সাগর-রচনা করে—
মহামিলনের গানে এস আজ মহাজীবনের তরে।
মনে প্রাণে হও লীন,
নূতন সাধনা প্রয়োজন আজি, নহ' নহ' আশাহীন।
এস আজি মোরা একতানমনে আপনায় করি দান,
প্রাণের মাল্য রচিব বন্ধু, পথে পথে পা'ব প্রাণ।

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

জীবন-মহোৎসবে,
আপন জড়তা ফেলি' এস আজ মেঘ-গম্ভীর রবে।
মানসপক্ষ প্রসারিয়া আজি হেরিতেছি দূরে দূরে—
চলিছে জীবন ক্ষুদ্রতা ছাড়ি' সুচিরনবীন পুরে।
সাথে চলে তা'র বিরাট চিন্তা, মহান্ কর্ম্মভার—
একটি জীবনে কোথা' সে শক্তি তা'র ভার বহিবার ?
জীবনের সাথে মিশিবে জীবন, কর্ম্মের সাথে জ্ঞান—
আজি তা'রি লাগি' অধীর, গভীর গাহি সঙ্ঘের গান।

চৈত্র, ১৩৩৩

মরুভূমির মহাপুরুষ

আজি বসি' সুখসুপ্তা ধরিত্রীর কোলে,
আমার এ প্রাণ যেন ধীরে ধীরে দোলে,
রাত্রির আসরে।
দূর-দূরান্তরে
ছায়াচ্ছন্ন স্তব্ধ গ্রাম রহস্যের দিতেছে আভাস।
নিশার আকাশ
তারকা-অক্ষরে লিখি' বোধাতীত মহালিপিখানি
ছড়ায় শূন্যতা ভরি' আপনারে অন্তরালে টানি'।

সহসা মুছিয়া যায় জ্যোৎস্নাস্নাত অপার নীলিমা,
নয়ন-সম্মুখ হ'তে। প্রান্তরের মসীলিপ্ত সীমা
ধীরে ধীরে জাগি' উঠে চল-চিত্র সম।
অপরূপ ইন্দ্রজালে জাগে অনুপম
নিশীথ-নিঃসাড় হিম মরুবালুরাশি—
তরঙ্গিত সিন্ধুসম বালুবেলা ধীরে উঠে ভাসি'।
দিগন্তে তারকামালা যেন তা'র ফেনশুভ্র হাসি।

দুলে চলে উষ্ট্রশ্রেণী রজনীর নীল অন্ধকারে
নিরুদ্দেশপানে।
সুঘন শ্যামল কুঞ্জ শীর্ণা মরু-তটিনীর গানে
নীরব ঝঙ্কৃত-তনু। মত্ত অলি তালীরসধারে

মরুভূমির মহাপুরুষ

গুঞ্জিয়া ফিরিছে যেথা ঘন বনতলে—
সমুচ্চ খর্জ্জুরশীর্ষ স্তব্ধ যেন সৃষ্টি-কৌতূহলে
নির্ণিমেষ নিদ্রাহীন চেয়ে আছে সমুন্নত শিরে—
আমার মানসযাত্রী চলে সেথা মরুর মন্দিরে,
উচ্চনীচ পথ-রেখা অতিবাহি' নাহি চাহে ফিরে।

চলে ধীরে পূর্ণতা-প্রয়াসী
লঙ্ঘি' দেশজাতিসীমা, সুন্দরের জয়-ধ্বজা বহি'
স্খলন-পতন লঙ্ঘি' মানবের কীর্ত্তি অবিনাশী
ভালোবাসি প্রাণ ভরি'। চলে রহি' রহি'
অবগাহি' অবজ্ঞার কণ্টকশয্যার ম্লানিমারে—
চলে অন্ধকারে
মহত্ত্বের দীপ্ত দীপ-বিভার আশায়,
যুগে যুগে যা'র লাগি' প্রাণ-বহ্নি নিঃশেষে ফুরায়—
মরণ যাহার লাগি' বরণীয় তীব্র বেদনায়।

আজি তাই মরুভূমে মানস-প্রয়াণ ;
সেথা হেরি মহাপ্রাণ আরব-সন্তান
কী বিপুল তেজোরাশি বিকাশিয়া বিশ্বের সম্মুখে—
অকম্পিত জীবনের শতদুঃখসুখে
মরু-প্রান্তে ঊর্দ্ধশির তালীতরুসম
সহস্র জীবন-ঝঞ্ঝা অবহেলি' একান্ত নির্ম্মম

তীর্থপথে

অবহেলি' স্বদেশের মিথ্যাগ্লানি লোকনিন্দাভয়
লভিল সত্যের দৃষ্টি—চিরশান্ত, চিরনিরাময় !
জীবন-কল্যাণবাণী ঋষিসম করিল প্রচার—
ক্লান্তিহীন, প্রশান্ত, উদার !
প্রাচী-র সে মরুদীপ্তি—আজি তা'রে করি নমস্কার !

তুমি ছিলে জীবনের আনন্দ-পিপাসী
ওগো ঋষি নিরক্ষর, মরুপ্রান্তবাসী !
আরবের শ্রেষ্ঠ পুষ্প, দেহে তব উষ্ণ রক্তধার—
বিশাল মরুর মত প্রাণ তব অসীম উদার,
গরুড়ের তৃষ্ণা বহ' তুমি,
তব মুখে স্তন্য দিয়া, তোমারি ললাট-প্রান্ত চুমি'
ধন্য হ'ল মরুদেশ, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

একের সাধনাবাণী তিলে তিলে করেছ সঞ্চয়
বাধাহীন মুক্ত দৃষ্টি দিয়া।
জীবনের সর্ব্বশেষ তা'রি তরে ফিরেছ মাগিয়া।
কহেছ গম্ভীর কণ্ঠে, এক—সে যে অমর, অক্ষয়—
জীবনেরে পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে নাহি করি' ক্ষয়
সকল প্রার্থনা তব অর্পি' দাও চরণে তাঁহার,
নদী যথা দেয় জলভার—
বিশাল সমুদ্রমাঝে আপনারে দেয় নিঃশেষিয়া—
অরণ্যানী-পর্ব্বত ভেদিয়া।

মরুভূমির মহাপুরুষ

দুর্জ্জয়, দুর্দ্দমবেগ হে স্বাধীন আরবসন্তান,
আজি তব প্রাণবাণী কোথা' তা'র লভিয়াছে স্থান!
কল্যাণ-কামনা ভুলি', ভুলি' নিজ সত্যপরিচয়
নবীন জীবনস্রোতে কি বারতা আজিকে সে কয়?
অথবা এ নিয়তির ক্রূর পরিহাস,
যুগে যুগে ফিরে আসে আদর্শের ব্যর্থ ইতিহাস!
অপমান-অশ্রুজলে বিগলিত শীর্ণ মূর্ত্তি তা'র—
সাধনা-বেদন ভুলে, ভুলে যায় বাণী ক্ষুরধার।

তুমি ঋষি, তুমি কবি—হে মহান্ আরবসন্তান
বিধাতা তোমারে দিল জ্যোতিরূপ—নাহি পরিমাণ।
অসীমার করস্পর্শে মহীয়ান্ তব প্রাণশিখা—
দগ্ধ করে জীবনের মৃত্যুনীল পাণ্ডু যবনিকা;
বহে তা'র ঊর্দ্ধতম শির,
স্পর্শে না তাহারে জানি দিবসের কলুষ-সমীর—
আপনার গান
অসঙ্কোচে গাহি' যায়—নদীসম করি' যায় দান
কলরোলে নীরভার। জীবনের সর্ব্ব অসম্মান
গলিত নির্ম্মোকসম খসি' যায়, চলি' যায় দূরে—
জীবন-সেতারখানি ধ্বনি' উঠে অনাহত সুরে।

আজিকার মধ্যরাত্রি শান্ত স্তব্ধ স্বপনপুরীর
বিচিত্র আভাস আনে। দূর অপ্সরীর

অঞ্চল-পরশ যেন সমীরের কোমল সঞ্চার।
আজি স্তব্ধতার
বিরাট সাম্রাজ্যমাঝে ঐক্যবাণী তব,
মঙ্গলের সাথে আনে চির-অভিনব
ব্যথাহীন, বাধাহীন প্রশান্তি উদার—
আরব-মরুর ঋষি, লহ' আজি, লহ' নমস্কার

বৈশাখ, ১৩৩৪

জীবন-তটিনী-পারে

[একটি বন্ধুর মৃত্যুর পরে]

জীবন-তটিনী-পারে বেদনার অন্ধকারে
শয়ন তোমার।
লহ’ প্রিয়, শেষ-উপহার!
চিরন্তন অবসান গেয়ে গেল মহাগান—
মরণসম্মুখে আজি শুনি তাই পাতি’ কান,
ব্যাকুল ব্যথায়—
মৃত্যু এলো চঞ্চল পাথায়!

হে প্রিয়, মরণে আজি ভরেছ জীবন-সাজি!
নিয়েছ কি তুলে
ছিল যাহা প্রাণ-উপকূলে?
ব্রাহ্মণ, আজিকে তব স্মৃতিরে স্মরিয়া নব—
গান গেয়ে যাই।
গাথি বসি’ তোমারি কথা-ই!
অমর, তোমারি লাগি’ শশীতারা রহে জাগি’—
বাসনা তোমার,
ফিরে ফিরে আসে বার বার।
অনন্ত অণুর মাঝে দুলিছ নবীন সাজে
অনির্ব্বচনীয়,
মৃত্যুর অতীতপুরে হাসিয়া ফিরিছ ঘুরে
মোরে প্রাণ দিয়ো!

জীবন-তটিনী-পারে

যা'দের বাসিতে ভালো, তাহারা ভুলেছে আলো,
আঁধার—আঁধার !
তোমার প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিও, বাসি-
ভালো বার-বার !

ক্ষয়েরে অক্ষয় করি' বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ভরি'
রাখিছেন যিনি,
তাঁ'রে মোরা এখনো চিনি নি ।
তোমার চলার সুরে, চলে মন দূরে দূরে
আপনা পাসরি'—
বাজি' উঠে মরণ-বাঁশরী !
সৃষ্টিরে প্রবাহ দিয়া দশদিশি সচকিয়া
বাজে ভেরী তা'র—
মনে হয় সকলি আঁধার !

তোমারে শেষের সাজে সলিল-সমাধি-মাঝে
বীরবন্ধু মোর,
অর্পিয়া চলিনু ধীরে সংসার-সাগর-তীরে
মুছি' আঁখি-লোর !

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

প্রথম বারিধারা

প্রথম বারিধারা, আজিকে হ'ব হারা
আঁধারে !
আজিকে পথে আর নাহি যে নাহি আর
বাধা রে।
তৃষিতা ধরণীর নয়নে বহে নীর
নিদাঘে।
মাটির সব গান নীরবে অবসান
বিরাগে।
শ্যামল বৈভব, প্রদানি' গৌরব
ধরা-তে।
রিক্ত সরোবর, নদী ও নির্ঝর
ভরা'তে,
ফুটা'তে তৃণফুল প্রকাশ-বেয়াকুল
ভুবনে,
বরষা এলে আজ নিবিড় ঘনসাজ
গগনে ॥

প্রথম সৃজনের অচল তিমিরের
মাঝারে !
অগম মনোরথ রহিল মৃতবৎ
পাথারে।

তীর্থপথে

সেথায় আজি মোর   নীরবে লাগে ঘোর
        নয়নে ।
রহিনু জীবনের   গভীর স্বপনের
                বপনে ॥

প্রথম বারিভার   লহ' গো উপহার
        নীরবে ।
আজিকে মানুষের   বেদনা-হরষের
                বিভবে ।
প্রবীণ ধরা'পর   তুমি যে সহচর
        সৃজনে,
প্রদানো অঞ্জন   নয়ন-রঞ্জন,
                জীবনে ॥

আজিকে ঝরি' যাও   ব্যাকুল দোলা দাও
        হৃদয়ে,
সৃজন কোথা' হায় ?   প্রলয় বহি' যায়
                আলয়ে ॥

প্রথম বারিভার, টুটে না মোহ আর
        এ-দিনে ।
গভীর দীনতায়   বায়ু যে বহি' যায়
                বিপিনে ।

প্রথম বারিধারা

নিখিল-মানবের বেদনা আজিকের
আকাশে।
সৃজন কোথা' তায় প্রলয় হেরি হায়
প্রকাশে ॥

প্রথম বারিধার, বেদনা উপচার
লহ' গো।
শেষের বিষ আজ করিল নব সাজ
বহ'গো।
সুনীলকণ্ঠের সাগর-মন্থের
বেদনা,
হরষে তুলি' লও ; আপন শিরে বও
সাধনা ॥

আজিকে মেদিনীর দীনতা-নত-শির
নমিছে।
ক্ষণের তৃণদল ভুঞ্জি' ধারাজল
ভ্রমিছে।
তিমির দিগভরি' জাগিছে শর্ব্বরী
গোপনে,

তীর্থপথে

ঝিল্লী আজিকার স্বনিছে ব্যথাভার
পবনে
বিধুর বেদনায় পরাণ আজি হায়
বাঁধা রে।
প্রথম বারিধারা আজিকে হ'ব হারা
আঁধারে ॥

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

দেহ-দেবতা

মোর দেহখানি—
অনির্ব্বাণ হোমশিখা—ধীরে ধীরে পাসরিয়া গ্লানি
যুগের জড়িমা ভেদি' মোরে দিল আনি'
বিধাতৃমহিমাদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় জয়টীকাখানি !

অযুত পাখায়
ব্যাকুল নিঃশব্দ নৃত্যে কল্পলোকে যা'রা ভাসি' যায়,
অদৃশ্য সৃজন-বেগে মুহুর্মুহু বাসনা-বিভায়,
তাহারা এসেছে নামি'
পূর্ণ করি' ধরিত্রীর ক্লিষ্ট দিবাযামী
মোর দেহ-তটিনীর অবিরাম প্রাণ-আন্দোলনে !
আজি তাই গগনে গগনে
আনন্দ-আলোকলিপি আবর্ত্তিছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

আমারে ঘিরিয়া নাচে অসংখ্য কামনা—
লীলামত্তা ধরণীর প্রাণ-আরাধনা,
গ্রহচন্দ্রতারকার লক্ষ লক্ষ ভাবস্পর্শকণা,
দেহ-মঞ্জরীরে মোর ধীরে ধীরে তুলেছে ফুটায়ে
ক্লান্তিহীন নিশীথের বায়ে !
প্রভাতের মনোরম জ্যোতির্ব্বাণীটিরে—
নীরবে করেছে জপ দিবানিশি আলোকে শিশিরে।

চলা মোর শেষ নাহি হয়—
পথের কিনারে হেরি নব পথ—বনচ্ছায়াময় !

তীর্থপথে

কভু মরুদাহশীর্ণ, কভু তারে হেরি' জাগে ভয়!
দিনান্তের ম্লান রবি গোধূলির সাথে কথা কয়!
কভু দূর বাটে,
আশার নবীন স্বপ্নে কুহেলির জীর্ণ জরা কাটে।

মোর দেহ ভরি'
জাগে কত কল-কথা—মুখরিত শ্রাবণ-শর্ব্বরী।
কত বেদনার বাণী, ঝরাপাতা ম্লান ফুলবাসে,
লক্ষ ঋতু-বরষের পুঞ্জীভূত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে,
দেহ মোর মহীয়ান্; আজি তাই ভাসে,
অনন্ত ইঙ্গিতময় বর্ণচিত্র-ভরা—
শ্যামশষ্পে পরিপূর্ণা জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা!

রূপ নহে ইন্দ্রজাল, রূপ মোর মহাসত্যবাণী;
অরূপের আলিঙ্গনে প্রাণময় বলি' তা'রে জানি!
এ বিশ্বের প্রকাশের ব্যথা
জীবন-ঘূর্ণন-স্তব্ধ ভাষাহীন যত ব্যাকুলতা—
দেহের মাঝারে মোর পেয়ে গেছে পরম সন্ধান!
মানুষের পরিপূর্ণ সাধনার গান,
দেহের মন্দিরা-তারে অহরহ ঝঙ্কারিয়া যায়!
অরূপের ছন্দোময় অপূর্ব্ব ব্যথায়!

লক্ষকোটি বর্ষ-পরে মাটির প্রতীক্ষা-অবশেষ,—
আজি তার পেয়েছি উদ্দেশ!

দেহ-দেবতা

দেহেরে প্রদীপ কহি, কহি কভু দেবতা-দেউল—
প্রেম তাহে কামনার পরিস্ফুট ফুল!
তা হারে ঘেরিয়া মোর নাচি' যায় অন্তর-বাউল!

দেহ মোর নহে মায়া—
মিথ্যার স্বপন নহে, নহে শুধু মরীচিকা-ছায়া!
দেহ মোর নহে কারাগার—
রোগ শোক মলিনতা, শত গ্লানি, অযুত ধিক্কার—
ঊষার মেঘের মতো পলে পলে হয় একাকার!
জাগে চিরন্তন,
অসীম আনন্দঘন দেহ মোর সুন্দর, শোভন!

মোর দেহখানি—
ধবল কঙ্কালমাঝে শেষ তা'র কভু নহে জানি!
কালের ব্যাকুল ছন্দে পরমাণু-বাণী
এ দেহ ঘেরিবে মোর—লীলানৃত্যে ল'বে তারে টানি'!
শীর্ণ মোর কঙ্কালের মাঝে,
সুনবীন তৃণফুল দেখা দিবে নবতর সাজে!
মৃত্যুদীর্ণা ধরণীরে ধীরে ধীরে দিবে আমি জানি
অনন্ত অমৃতবার্ত্তা চিরন্তনী মোর দেহখানি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

কবি কালিদাস

কবি কালিদাস,
আজিকে খুঁজিছে তোমা' জগতের শ্রান্তিহীন কথা-ইতিহাস
সহস্র বিরুদ্ধবাণী আবরিছে মুহুর্মুহু ভারতের ললাট-আকাশ!
নাহি অবকাশ!

আমি জানি সব বাণী লুপ্ত হ'য়ে যায়,
কালের জঠর-তলে, বিস্মৃতির ব্যঙ্গ-বেদনায়!
শত রাজ্য-রাজপুরী রক্তলিপ্ত মহা-অভিযান,
পুরাতন সভ্যতার গর্ব্বদীপ্ত কত অবদান
মুছে' যায়, জানি মুছে' যায়—
ক্ষণিক বুদ্বুদসম সময়ের তরঙ্গ-লীলায়!

আজি হেরি দীপ্তি তব লঙ্ঘি' চলে কাল-ব্যবধান।
জড়তা-তিমির-স্তর ভেদি' চলে কীর্ত্তি জ্যোতিষ্মান্—
চির-মহীয়ান্!
মানব-মানস-লোকে পাতি' রাখে আসন তাহার
দীর্ণ করি' শত মৃত্যু-ভার,
বিজয়-গৌরবে চলে; দূরে যায় স্মৃতি-অন্ধকার!

নবরত্নমধ্যমণি ভারতের কবি কালিদাস,
আজিকে জগতে তব বেদনার হ'ল সুপ্রকাশ
আজি তব মন্দাক্রান্তা ক্রন্দনের তরঙ্গ-দোলায়,
মেঘের হিন্দোলা-সাথে বিরহের বাণী কহি' যায়!
বর্ষার বেদনা-ছায়া তব শ্লোকে নীরবে ঘনায়।

কবি কালিদাস

যৌবনের জয়-বাণী রিক্ত-প্রাণে তপস্যার শেষে,
অশ্রুসিক্ত বেশে,
প্রেম-স্বর্গ-সভাতলে ধীরে ধীরে এসে,
তব স্নিগ্ধ ভাবলোকে দাঁড়ায়েছে মূর্ত্তি ধরি' হেসে!

প্রাচীন, আজিকে তুমি লহ' লহ' প্রণাম আমার!
মোরা যে এসেছি চলি' শত শত শতাব্দীর পার
নূতনের বাণী হেরি আজি দৃপ্ত নব সভ্যতার
চিরন্তন বেদনা বহিয়া,
ব্যগ্র স্তব্ধ হিয়া,
যে বাণী হেরেছ তুমি কোটি কোটি দিবসের পারে।
উজ্জয়িনী-সভাতলে, স্রোত-ধৌত শিপ্রার কিনারে!

আজি বিশ্ব-সমস্যায় কি গান রচিতে তুমি কবি?
কোন্ ছবি
হেরিত তোমার—
প্রথম আষাঢ়-দিন নব বরষার?
কোন্ গীতে মুখরিয়া হিয়া,
তপ্ত নর-নারী-প্রাণে ঢালিতে অমিয়া?

পুরাতন বাণী,
তোমার প্রাতিভ নেত্র ধীরে দিল আনি'
বিশ্বজনকরতলে আন্দোলিয়া সুপ্ত হিয়াখানি!

তবু লাগে মনে,
আরো যেন আছে কথা রহস্যের জালায়ন-সনে !
আরো যেন আছে মধু প্রিয়ার অধরে,
আরো শক্তি অক্ষরে অক্ষরে !
আজি খুঁজি কেন্দ্র তা'র। আজি তাই গগনে গগনে,
বিশ্বের মানসচক্ষু ক্লান্ত নাহি হ'ল অন্বেষণে !

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

শরৎচন্দ্রের প্রতি

[শরৎচন্দ্রের ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে]

১

আমি হেরিলাম দূর মায়ালোকে সৃষ্টির উৎসব,
অস্ফুট কুহেলি' পরে সূর্য্যের বিভাস।
ওগো শিল্পী, হেরিলাম, ছায়া নয়—দীপ্তির বিভব—
নির্ম্মম, নির্ম্মল সত্য। চন্দ্রের আভাস
মিলিল, মিলিল যেন! মেঘের গুণ্ঠন গেল খসি'।
সুস্নিগ্ধ কিরণ-পাতে সুধার লহর
উজলিছে, উলসিছে! গঙ্গানীরে বিম্ব হেরে শশী।
শুচি হ'ল জীবনের প্রতিটি প্রহর।
আজো কাঁপে মায়ালোক,—চীনাংশুক কাঁপিছে বাতাসে;
রশ্মি বুঝি স্নিগ্ধ হ'ল নেত্রবিন্দুপাতে।
প্রস্ফুট মাটির ঘর। প্রতিমার আতুর-নিঃশ্বাসে
গলিল হৃদয় যেন জাহ্নবীর সাথে।

২

বাঙালীর মাতা, কন্যা, বধূ এলো সেই স্রোত-পথে;
গুণ্ঠনের অন্তরাল মুছিল সহসা।
কী গভীর জ্বালা ছিল স্তরে স্তরে, তুমি সেথা হ'তে
তা'দের আনিলে বহি'। মুদিতা অবশা
অপূর্ব্ব যাদুর স্পর্শে সঞ্জীবিয়া চাহে সচকিতা।
কী মধুর প্রাণ-সোম ওগো সোমপীথী

গণ্ডূষে করেছ পান!—আজি তাই মানসের সীতা
জন্মিল, আসিল ভেসে সুদূরের গীতি!
আজি আর দ্বিধা নাই—প্রেম মোর সহজ, স্বাধীন
সে যেন রে লঘুপক্ষ, বিহগ,—প্রবল।
মিথ্যারে চিনেছি আজি—শুষ্ক, দীর্ণ, প্রাণমন্ত্রহীন—
তোমারে নমিনু তাই হে নির্ম্মম, সরল, নির্ম্মল!

৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৫

কবি

আমি কবে জন্মেছিনু ধরিত্রীর চিরশূন্য কোলে
আজ তাহা মনে নাই—ক্ষমিও আমারে ;
উদাসিনী ছিল বসি',—পদপ্রান্তে নৃত্য-কলরোলে
ছুটিত উন্মাদ সিন্ধু, তরঙ্গের হারে,
ফেনশুভ্র মেখলায় সাজাইতে চাহিত প্রিয়ারে—
সৃজন-আনন্দময়ী চারু-নয়নারে !

লঙ্ঘিয়া পর্ব্বতজঙ্ঘা খরবেগে আক্রমি' শিখর
দেখা দিল একদিন ধরিত্রী-সন্তান !
সুবিশাল বক্ষ তা'র বিজয়ের বাণীতে মুখর,
দৃষ্টি তা'র প্রতি অণু করিছে সন্ধান !
ধরণীর সাগরের আকাশের গাহি' মহাগান—
জন্মিলাম কবি আমি চিরমহাপ্রাণ !

সেদিন সাগর-শঙ্খ ফুৎকারিল উর্ম্মির সংক্ষোভে
ওগো উদাসিনী ধরা, চাহ' আঁখি মেলি'—
অমৃত-পিপাসু নর কোলে তোর—সহস্র বিক্ষোভে
মরে নাই, মরিবে না—চাহ' আঁখি মেলি' ।
রবি-শশী দুই নেত্রে বসুন্ধরা ক্লান্তি অবহেলি'
দিবা-রাত্রি রহে চাহি' আভরণ ফেলি' !

তীর্থপথে

সেদিন আমার চক্ষে ভাতিয়াছে আকাশের জ্যোতি
অনাগত পৃথিবীর স্বপ্ন বহি আমি।
রচিলাম রামায়ণ, সৃজিলাম রাম,—মহামতি—
সীতার বিরহ-গানে কাঁদে দিবা-যামী ;
রঘুর বীর্য্যের গাথা একযুগে রহিল না থামি' ;
মন্থর মেঘের শ্লোকে অশ্রু এলো নামি' !

আমার সে প্রাণ-জ্যোতি আবরিল সারাটি ভুবন
অমারাত্রে জ্বালি'গেনু স্বপ্ন-দীপশিখা !
নীরন্ধ্র আঁধার ভেদি' তীব্র তীক্ষ্ণ বাণের মতন
ছুটিল সে ভাবীযুগ-নিশার দীপিকা।
নবীন-ধরণী-সৃষ্টি—সে আমার ললাট-লিপিকা
তরুণ গরুড়-ভালে অমৃতের টীকা।

কোটি কোটি নরমুণ্ডে যে জন রাখিল পদ তা'র,
আমি তা'রে তুচ্ছ করি' গাহি যাই গান !
রক্ত-লিপ্ত বধমঞ্চে দেহ মোর দিনু শতবার
ঘাতক-কুঠার লঙ্ঘি' মোর মহাপ্রাণ
ছুটি' গেল প্রাণ-জয়ে,—দিনে দিনে জীবন-সন্ধান ;-
ভয় নাই তা'র, যা'র নিত্য সুধাপান !

কবি

যতদিন ধরণীর বক্ষে রহি দেহ-ভার বহি',
ততদিন কে চিনিবে, কে জানিবে মোরে?
আকাশের তারা জানে কত তাপ অনুদিন সহি
বসুধার তৃণ জানে শ্যাম স্বপ্ন-ডোরে
কত তারে সাজাইব, এ-মাটির পাত্র-খানি ভ'রে
কত রস পান করি নয়নের লোরে!

চাহিনা ক্ষণের হাসি, ক্ষণিকের উচ্ছল নয়ন
মুহূর্ত্তের লাগি' কভু নহি যে কাতর!
আমি চাহি ধরিবারে ছন্দে মোর উদার গগন ;—
রচি যাব' ধরণীর অমর বাসর
কবিতায় ;—মৃত্যু যদি চুম্বে ভাল, তবে তারপর
রহিবে আমারি পৃথ্বী—উদাস, অজর!

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

কল্যাণ-স্বপন

জনার-ইক্ষুর ক্ষেত দূর জন-পদ-সীমানায়
জীর্ণ শীর্ণ বেড়া-ঘেরা ; মধ্যপথে আলবদ্ধ জমি,—
কর্ত্তিত-হৈমন্তী-ধান্য ;—অনুর্ব্বর, ঊষর, অসমী ।
সরিষার ফুলে ফুলে অবিশ্রাম মক্ষিরা বেড়ায় ;
শ্যামলের মেলা হেরি' নেত্র মোর মর্ম্মে মূরছায়
চিরদিন ; চিরদিন কেমনে যে তাহারে উপমি' ?
মানসের তৃষ্ণানাশী শোভা সেই ;—চিরদিন নমি ।
আমারি মনের গান তা'রে ঘেরি' নীরবে ঘনায় ।

নীরবে ঘনা'ক্ আহা সে-দিনের শ্মশানের 'পরে
একটি করুণ জ্যোতি উদয়-অচল-প্রান্ত হ'তে ।
সে মহানিদ্রার শীর্ষে আশীর্ব্বাদ যেন থরে থরে
বর্ষিয়া জাগায়ে দিক্ অবিরাম উদ্যমের স্রোতে
সফল কল্যাণ-স্বপ্ন । মহাদৃপ্ত সাহসের ভরে
মধুর কোমল হাস্য ফুটাইব গ্লানির মরতে ।

মাঘ, ১৩৩৫

দুহিতার অশ্রু

শিশু সে দুহিতা মোর দিনমান খেলিয়া বেড়ায়
ধূলা মাখি' সারা গায়ে কভু ফিরে উঠানে উঠানে—
কভু উচ্চ হাসি শুনি, কভু নৃত্য করে কলগানে,
দুলা'য়ে ঝামর কেশ, দুষ্ট কভু ঝুমুর বাজায়,—
করতালি দিয়া দিয়া আধ-আধ গান গেয়ে যায়!
একদিন হেরিতেছি—সাথী নাই, বসিয়া সোপানে,
কাঁদিছে বিধুরা মেয়ে, চাহিল না কেহ তা'র পানে,
ক্রন্দন বাড়িয়া উঠে, রুদ্ধস্বরে কেবলি ফোঁপায়!

আদরে লইনু কোলে, আঁখিজল মুছানু যতনে,
মনে হ'ল, সারা বিশ্ব মনে মনে এরি ধ্যান করে—
আপনার লীলাখানি তুলি' দিবে সাথীর নয়নে,
প্রকাশিবে আপনারে। বেদনায় মর্ম্ম তাই মরে।
চকিতে জাগিনু মনে—সে ব্যথা বসিয়া নিরজনে
আমারি বুকের মাঝে নিঃশ্বসিছে শুধু হা-হা স্বরে!

মাঘ, ১৩৩৫

দুরাশা

অনাদি ক্রন্দন মোর মর্ম্মতলে আঘাতিয়া ফিরে ;—
কোটি কোটি সিন্ধু-শঙ্খ ঘন ঊর্ম্মি-বিভ্রম-চূড়ায়
শোভে যেন রৌদ্রালোকে ; কে যেন রে কেতন উড়ায়,-
লঘু শুভ্র চীনংশুক—মত্ত বায়ু নিত্য তা'রে ঘিরে।
সে কি ভীম আয়োজন !—বক্ষ যেন লক্ষ হ'য়ে চিরে'
ধূলিতে মিশা'তে চায় আপনার শ্রেষ্ঠ সাধনায় ;
সার্থক করিবে যেন প্রত্যহের তুচ্ছ ব্যর্থতায় !—
দ্বিধা তবু চিরদিন,—প্রাণ তাই গুমরিছে ধীরে !

এ কি আত্মনাশী তৃষা ! নব নব চিন্তারে জড়া'য়ে
এ কি ক্ষোভ অহরহ ! কি দুর্ব্বার চিত্ত-বিমথন !
ভাষা এরে নাহি পায় ;—আশা তবু ঘুরায়ে ঘুরায়ে
দেখে লয় হৃত রত্ন ; পঙ্গু যেন করিবে লঙ্ঘন
দুর্গম শঙ্কর-শৃঙ্গ ! মনে হয়, শিখর ছাড়া'য়ে
উঠিয়াছে বীর-শির—বিন্ধ্য নয়—চুম্বে সে গগন !

মাঘ, ১৩৩৫

কবি-বন্ধুর প্রতি

১

একদিন এসেছিলে ধীরপদে অশ্রুভারাতুর !
ব্যথাম্লান আঁখি দু'টি স্মরি আজো ;—প্রেম-বেদনায়
কাতর, আতুর বাণী শুনেছিনু তোমারি ভাষায়—
সে প্রেম তোমারি নহে—ছিলে যবে বিরহ-বিধুর !
সে প্রেম আমারো মনে এনেছিল মধুর সুদূর
বিহগের শ্রান্ত সুর বনানীর মর্ম্মর-সভায়—
শ্যাম তৃণভূমি'পরে এনেছিল শিশির-শোভায়—
কভু অশ্রু-ছলছল, কভু স্তব্ধ ব্যথায় আতুর।

সেথায় মিলেছি মোরা—মিলে গেছে হৃদয়-স্পন্দন !
আজ মোর যাত্রা সুরু—শুনিব না পদ্মার ক্রন্দন,—
ব্যাকুল উদ্দাম নদী, চন্দ্রালোকে দিকের কিনারে—
আজ মোর যাত্রা সুরু শীর্ণ শুভ্র পথ-রেখা বাহি'
পড়েছে চাঁদের আলো—পথখানি আছে যেন চাহি'
চলিলাম দূরে দূরে তুলে নিতে কঙ্কর-লীনারে !

২

সংগ্রামের শ্রান্তিরেখা হেরেছিনু ললাটে তোমার,
ক্ষতচিহ্ন বক্ষে ধরি' তুলেছিলে তুমি জয়গান
মৃত্যুহীন পিপাসার। সেথা তব পেয়েছি সন্ধান
অমেয় প্রাণের শক্তি, গুপ্ত যাহা বক্ষে বিধাতার !
সে শক্তি আমারো বন্ধু, যেথা আমি হেরেছি ব্যথার

হরিত-নীলিম রূপ, সেথা আমি চিরশক্তিমান্—
প্রাণের উদ্বেল ছন্দে ধরিয়াছি উদাসীর গান,
তুমি যেথা ভাষাহীন, সেথা মোর বাণী যে উদার!

বিদায়, কিশোরবন্ধু, একদিন মিলেছিনু জানি,
যে-বীণা বাজিছে দূরে, তা'রি সেই সুরজ্যোতিখানি
চুমেছে হৃদয় মোর। এসেছে সে নয়নের'পরে—
এ নয়ন নিশিদিন চাহে তা'রি পরম পরশ—
তাই দূরে চেয়ে আছি—ক্লান্তি কভু, কভু বা হরষ
দোলায় সারাটি হিয়া—বিদায়ের অশ্রু তাই ঝরে!

৩

মুক্ত ছিল বাতায়ন,—রৌপ্যশুভ্র শান্ত জলভার—
আকাশের ছায়াখানি নমিয়াছে মৌন নদীবুকে,
কালো তরী ভেসে যায় বাণীহীন গোধূলির মুখে—
দূর-তীরে। সেথা আমি হেরিলাম নয়ন তোমার!
কৃষ্ণ স্বচ্ছ জলতলে হেরিলাম শুভ্র বালুকার
শুভ্রতম হাসিখানি। সে যেন গো অবহেলি' সুখে
স্রোতের প্রবল পীড়া, চাহি' আছে সরল কৌতুকে
এ মোর নয়ন'পরে। দূরে গেল হৃদয়ের ভার।

কবি-বন্ধুর প্রতি

সেথা আমি ফিরে পেনু আপনার হারানো শৈশব,
হারানো বনের কুঞ্জ, নিরালায় পাখী-কলরব
দিনমান শ্রান্তিহীন ; ফিরে পেনু যেন আপনারে—
যে পান্থ দিনের শেষে বৈশাখীর আসন্ন শঙ্কায়,
ঘুরায়ে ঘূর্ণীর খেলা, উপেক্ষিয়া কালের ডঙ্কায়
দীপজ্বালা গৃহ পায়, আমি পেনু তেমনি তোমারে !

চৈত্র, ১৩৩৫

পরিচয়

ধূলিপাণ্ডু রুক্ষ জনতায়,
দেখা হ'ল তোমায় আমায়!
যেথায় রৌদ্রের খেলা, পাংশু জীর্ণতার মেলা,
নয়নের বিজলী মিলায়—
দেখা সেথা তোমায় আমায়!

হে বিদ্যুৎ, পরাণ-বাসিনী,
মন জানে, তোমারেই চিনি!
তবু সেই পরিচয় নির্জ্জন গুহায় নয়
নয়, যেথা কঙ্কণ-কিঙ্কিণী,
মন জানে, তোমারেই চিনি!

বহুদূর আকাশে আকাশে,
রথের ঘর্ঘর-ধ্বনি আসে;
তারকার রেণুকায় পথ তা'র ছেয়ে যায়—
ছিন্ন-ভিন্ন মেঘবাষ্প ভাসে—
বহুদূর আকাশে আকাশে!

সে-রথের উচ্চ চূড়া হ'তে
খসে ফুল ধূলার মরতে!
সে কুসুমে বাঁধি' ডোর পদ প্রান্তে দিব তোর
সাধ ছিল; জনতার স্রোতে,
তোরে হেরি ধূলার মরতে!

পরিচয়

মিলায়েছে দিবসের আলো !
তামসিনী রজনী ঘনালো !
ধূসরিতা, সেই ক্ষণে, কালো কুয়াসার সনে
মোর মুখে পড়ে তোর আলো !
তামসিনী রজনী ঘনালো !

হে বন্দিনী, তোর ইসারায়,
পরাণে আগুন ঝলকায়—
বক্ষের প্রশ্বাস মোর ছিঁড়িয়া বন্ধন-ডোর,
তোমারই মুক্তির পথে ধায় !
পরাণে আগুন ঝলকায় !

ভিখারিণী, চেনো এইবার,
এসেছে সে রাজার কুমার !
লাখো জন-জনতায় চিনিতে নারিলে যায়—
তা'রি কণ্ঠে দাও তব হার !
ভিখারিণী, চেনো এইবার !

বিষাদিনী, চেনো তা'রে চেনো,
তোমারই সে কবি, তা'রে জেনো !
তোমার দূরের আশা, তাহারই কণ্ঠের ভাষা,—
মুক্তির চারণ ব'লে মেনো !
বিষাদিনী, চেনো তা'রে চেনো !

পৌষ, ১৩৩৬

বন্দী কোকিল

এ মোর মনের আঁধার কোটরে কেন না জানি
বন্দী কোকিলে বেঁধেছে বাসা !
কোথা' আলো নাই, ফুল নাই কোথা', বিলীন বাণী—
অধীর তিমির সর্ব্বনাশা !
ঈশানের কালো মেঘে মেঘে ছায় আকাশ-তল,
ধূলি-ঝঞ্ঝায় ঘেরে চারিধার ; কোথায় জল ?
পিঞ্জরে কাঁপে সোনার কোকিল—অসাবধানী
লাল দু'টি ঠোঁটে ফোটে না ভাষা-
কতকাল হ'ল আঁধার কোটরে কেন না জানি
বন্দী কোকিলে বেঁধেছে বাসা !

হোথা' ঝাউবনে সন্ধ্যা নামিছে নদীর তীরে—
শাদা ভাঁট-ফুলে ভরিছে বন ;
আধ-ফোটো-ফোটো মুকুলের দল তরুটি ঘিরে
তুলিছে গুমরি' ভোমর-মন !
সে জগৎ যেন চুপি চুপি আসে স্মরণ-পথে—
কত কথা বলে আপনা-আপনি আপনা হ'তে,
কণ্টক-ঘায় স'রে স'রে যায় আঁচল ছিঁড়ে,
তবু উঠে সুর-গুঞ্জরণ !
ওগো কতবার নামিল সন্ধ্যা নদীর তীরে
কত ভাঁট-ফুলে ভরিল বন !

বন্দী কোকিল

আজি এ নগর-পাষাণে হেরি যে রৌদ্র-রাজ—
সে কি গো আমার মনের দাহ ?
দূর অলিন্দ-বন্ধ-কারায় হায় নিলাজ
বন্দী কোকিল, কি গান গাহ' ?
হেথা আনো কি গো ভীরু পল্লব-মর্ম্মরিত ?
বনের বেণুর আনো কি গো সুর-সঞ্চরিত ?
অশথ-জামের চিকণ-পাতায় পরো কি সাজ—
আলো ও ছায়ার সে অবগাহ ?
আজি রৌদ্রের রুদ্র-লীলায় হে সুর-রাজ
ছড়াও কি শুধু মনের দাহ ?

তোমারি মতন আমার এ-মনে কাঁদিছে কে সে—
বাঁধন-নেশায় লাল সে আঁখি !
গোধূলি-প্রভাত—ফিরে যায় রাত হেথায় এসে
অঘোর এ ঘোর টুটিবে না কি ?
যদি নাহি টুটে, তবে তোল' সুর ঊর্দ্ধ গ্রামে,
উঁচু-নীচু পথে চলো মনোরথ ডাহিনে বামে—
সবার উপরে ফেলো আলো-সুর মধুর হেসে—
কোনোখানে কিছু রেখো না বাকী,
সোনার কোকিল, তোমারি মতন কাঁদিছে কে সে—
বাঁধন-নেশায় লাল সে আঁখি !

তীর্থপথে

হায় গোঠে গোঠে ফিরে এলো ধেনু বিকালবেলা—
কুলায়ে তোমার ফিরিবে কবে ?
শিকল পাহারা—ঝটপট ডানা, ধূলির মেলা—
ভুলায়ে তোমারে ল'বে কি নভে ?
সবুজ পাতার আড়ালে মধুর লাল সে ফল—
গোয়ালের ধোঁয়া, নিম-পল্লব, ছায়া শীতল,
নিথর দীঘির উপরে পাখীর কি কল-খেলা—
তা'রা কি তোমার পরশ লভে ?
ঘন শ্যাম বনে ফিরে এলো পাখী বিকাল-বেলা
কুলায়ে তোমার ফিরিবে কবে ?

ওগো দিশাহারা বন্দী রাগিণী, তোমারে ল'য়ে
পাঠাইনু আজি সীমার শেষে ;
দিবস-নিশার হারা গীত-গান যেথায় ব'য়ে
কত প্রাণ চলে অনামা দেশে !
সেইখানে আজি হারাইতে চাই আপন হিয়া—
জানি না কোথায়, কতদূরে তুমি মিলিবে গিয়া !
শীতনিশাপার—প্রদোষ-তিমির-বিজনালয়ে
সুরের কুসুম চলিবে ভেসে—
ওগো পথহারা বন্দী রাগিণী, তোমারে ল'য়ে
পাঠাইনু আজি সীমার শেষে !

ফাল্গুন, ১৩৩৬

পুরুষ

আমার সম্মুখে অন্ধকার, আলো হাতে নাই কোনোজনা-
আকাশে তারকা নাই— লক্ষ লক্ষ বাদুড়ের দল
তীক্ষ্ণ চর্ম্মগন্ধসনে নিশারে করিছে অভ্যর্থনা—
হে পুরুষ, এই ত সময় !
অমৃতের আশা নাই—পান কর তীব্র হলাহল ;
জীবন-সরোজ-রাগ সে ত শুধু অলীক কল্পনা—
সত্য ব'লে মানো পরাজয়—
হে পুরুষ, এই ত সময় !

জাগো জাগো হে প্রথম নর,
প্রস্তর-কঠিন হিয়া, রক্তচক্ষু, উলঙ্গ, প্রখর—
জাগো এইবার !
পাষাণী ধরার বক্ষ বিদারিয়া আনো ক্ষীরধার !
শ্লিরাল দক্ষিণহস্তে রাখো শুধু অসীম নির্ভর !
বধূ তব পীনস্তনী, বাম করে লহ' তা'রে পাশে—
তা'রপরে চলো পথ—পাংশুল, ধূসর !
জাগো, জাগো হে প্রথম নর !

স্ফার বক্ষ বহি' বহি' অস্ত্রাঘাতে নামে রক্তধার ;
নয়নে ঘনায় ছায়া আসন্ন মৃত্যুর—
তবু পথ, শুষ্ক দীর্ণ নিদাঘের খর মরুপথ—
পিপাসার্ত্ত ক্লান্ত নারী—আরো দূর, চলো আরো দূর !
দেবতা কোথাও নাই, গঙ্গা নাই,—সবই মৃতবৎ,

তীর্থপথে

শুধু আছো তুমি বন্ধু, আর আছে শাণিত তোমার
শত্রুরক্তপায়ী সেই ঝকমক তীক্ষ্ণ তরবার !

জাগো, জাগো হে বীর প্রথম,
আপনি জ্বালাও আলো, অন্ধকার র'বে চিরদিন—
চিরদিন গাঢ় মসী—তা'রি মাঝে আনো গো বিষম
কলকল জলস্রোত, নিজ হস্তে ধরো গো কুঠার !
স্রষ্টা তুমি জেনো আপনার—
পরম করো সে আয়ু, যে আয়ুরে বলে সবে ক্ষীণ !

জাগো, জাগো কবির অন্তর,
হে পুরুষ, জাগো আজি, হে নির্ভীক, হে প্রথম নর
বাজিয়াছে রণভেরী—শঙ্কা হরো হে মহাশঙ্কর !
দাও সেই মহাবহ্নি, স্বপ্নে মোর লাগা'ব আগুন,—
হে পুরুষ, এই ত সময় !
লোকালোকগিরি লঙ্ঘি' সে শিখার চঞ্চল সঞ্চর—
সত্য ব'লে মানি শুধু জয় !
হে পুরুষ এই ত সময় !

চৈত্র, ১৩৩৬

আমার এ কাব্যলোকে

আমার এ কাব্যলোকে কোথা' হ'তে জানি না কখন
বহে যায় বৈশাখের ঝড় !
মনের বেণুর দল নুয়ে পড়ে ;—ছোঁয় না গগন
থেমে যায় সহজ মর্ম্মর।
থেমে যায় দক্ষিণার গান,
থেমে যায় মুখর পরাণ ;
কা'রা বলে বার-বার, জাগো, জাগো, ওগো কবি-মন,
কালো হ'ল দিবস প্রখর—
কালো হ'ল !—ছায়া কা'র ? হু-হু হু-হু শুনি গরজন
ধেয়ে আসে কালান্তের ঝড় !

চলিলাম দ্বার খুলে—রুদ্ধ দ্বার বহু বহু কাল,
ঝাপ্‌সা চোখের'পরে মোর—
কঠিন কাঁকর লাগে—মুখে লাগে সঞ্চিত জঞ্জাল !—
ছিঁড়ে যায় যত্নে-রচা ডোর !
ছিঁড়ে যায় মালাখানি তা'র—
ভেঙে পড়ে হৃদয় কাহার !—
কোনো অবসর নাই—ধেয়ে চলি আজ হ'তে কাল
পরাণে যে মরণের ঘোর—
দ্বার খুলে চলিলাম, রাত্রি নাই নাহিক' সকাল
ছিঁড়ে যায় যত্নে-রচা ডোর।

তীর্থপথে

আমার সে পথে আমি হেরিলাম কলের পুতুল—
হেরিলাম মেষধর্ম্মী নর—
কতদূরে পথ তা'র ? নির্ব্বিকার, নাহি কোনো ভুল,
প্রশ্ন নাই—চলিয়াছে জড় ।
শোনো, শোনো, সে মৃত্যুর মাঝে
আমার পরাণ বাজে না যে !
একপাশে রহিলাম—ঝ'রে যায় মনের বকুল,
প্রতীক্ষায় চিত্ত থর-থর—
হেনকালে মনে হ'ল, আসিলে কি হে চিরব্যাকুল
অসংশয়ী কালান্তের ঝড় !

সে মহানির্ঘোষ, গুরু, আজি মোর কণ্ঠে ল'ব শিখে
ল'ব সেই ধূলার সঙ্গীত,
বিমান আলোড়ি' তুলি' বাণী মোর যাক্ দিকে দিকে
অচেতনে দিবে সে সম্বিৎ ।
শোনো, শোনো, স্বপনের 'পরে,
লেলিহান্ অগ্নিশিখা ধরে—
কুসুম-আয়ুধ আজি ভস্ম হ'ল নিমিখে নিমিখে
লহ' কবি পরম ইঙ্গিত—
সে মহানির্ঘোষ, গুরু, কণ্ঠ ভরি' লইলাম শিখে
তুলিলাম ধূলার সঙ্গীত !

আমার এ কাব্যলোকে

একটি প্রাণের স্পর্শ চেয়েছিনু এই ধরণীতে,
হোক্ না সে দীনতম, দীন—
একটি মানুষ চাহি নির্ব্বিকার জড়ে প্রাণ দিতে—
চ'লে যায় লক্ষ রাত্রি-দিন।
বহি' বহি' আপনারে তাই,
আমার ক্লান্তির সীমা নাই!
খরদীপ্তি মধ্যদিন, পিপাসার্ত্ত জীবন বহিতে
সাধ নাই—আশা হয় ক্ষীণ—
কোথায় সে প্রাণবহ্নি? ল'ব তা'রে এই ধরণীতে
হোক্ না সে দীনতম দীন!

বিশীর্ণ কঙ্কাল হেরি' চোখে মোর ধাঁধা লেগে যায়—
পুরুষের কণ্ঠ নাহি আর!
"নারীরে লভে-না নারী"—মহাভঙ্গী সিংহ সে কোথায়—
—মেঘসম গর্জ্জন গুহার?
পিঙ্গল কেশর-মাঝে ওই,
ক্ষুধাদীপ্ত নেত্র দু'টি কই—
অসাড়-পাষাণে যেই রক্তলেখা হেরিবারে চায়—
গজমুক্তা নখরে যাহার—?
দু'পাশে কঙ্কাল ঠেলি' পথ-চলা হ'ল আজি দায়
পুরুষের কণ্ঠ নাহি আর!

তীর্থপথে

আমার এ কাব্যলোকে তাই বহে বৈশাখের ঝড়,—
আমি চাই নূতন জগৎ,
নুয়ে পড়ে শিশুতরু, থেমে যায় সহজ মর্ম্মর
চাহি না রহিতে মৃতবৎ!
সূর্য্য, তুমি স'রে যাও দূরে—
পরাণ-গগন মোর জুড়ে
কালো-জটা মরুতের নৃত্য হোক্—পৃথ্বী থর-থর
উড়ে যাক্ মৈনাক পর্ব্বত!
কবে দেখা দিবে পৃথু? তা'রি 'পরে আমার নির্ভর—
আমি চাই নূতন জগৎ।

চৈত্র, ১৩৩৬

শুধু কবি

মেশিনের ঘূর্ণীধূমে যে আকাশে জ্বলেনাক' তারা,
যেখানে ধূলির মত চূর্ণ হ'ল আশা ও বাসনা,
যেথায় প্রাণান্ত শ্রম, নিঃশ্বাসের অবসর নাই,
আলো আসে ভয়ে ভয়ে গলিপথে সুড়ঙ্গের দ্বারে,
ছায়া যেথা অধীশ্বর, যেথা ঘুরে টাকার চাকারা
সীমাহীন বর্ণহীন পথে,—নগরী সে শবাসনা—
ধাত্রী নয়, অঙ্গুলি-হেলনে তা'র ছুটিছে সদাই
দীর্ঘপথ, শীর্ণদেহ—শুষ্কমুখ কশার প্রহারে!

সেখানে দেখেছি আমি সঙ্গীহীন ক্ষীণ গৌরতনু,
শুনিতে চাহিছে প্রাণে বহু যুগ-যুগান্তের ভাষা—
গাহিতে চাহিল কণ্ঠে সিন্ধু-তীর-অরণ্য-মর্ম্মর,—
বহে চোখে চিরদিন সাগরের শীকর-কণায়,
শীতল শৈবালে আর জনহীন সানুতে যে অণু
নিঃশব্দে জাগিয়া থাকে—তা'রি 'পরে একি এ দুরাশা!
কোলাহল তোমাদের, সে শুনিছে মুখর ঝর্ঝর
আত্মার অতল দেশে,—ভাসিছে সে সুরভি হাওয়ায়!

উদাসীন, মনে হয়, তোরি লাগি' রজনী আমার
হ'য়েছে মদির-রূপা! চ'লে গেছি পাখা ভর করি'
যেখানে মিলেছে গঙ্গা সাগর-দ্বীপের কাছাকাছি,—
দুলিছে ফুলিছে সিন্ধু, পাঠাইছে জোয়ার-বারতা

তীর্থপথে

শ্রান্ত দু'টি কপোলে প্রিয়ার ; তলহীন সে পাথার—
হিন্তালের বনভূমি, শব্দহীন গহন শর্ব্বরী,—
সুশীতল কলধ্বনি—এক বাণী, 'আছি, আমি আছি'-
উপরে জাগিছে চন্দ্র, কবি সে-ও, সে-ও কহে কথা !

মাঘ, ১৩৩৭

ভাবী মানব

কতকাল চেয়ে র'বে ওই মাঠে ওগো কাঙালিনী,
মরা বিলে, জনশূন্য ক্ষেতে ? কে আসিবে ধূলিপথে
তোমার মলিন বাসে, ছায়া-ঘেরা দীন আঙিনায় ?
গহন অরণ্যে তব কোন্ আশা হে নিরাভরণা,
পুষিছ অনন্তকাল ধরি' ? দিবা, আলোক-মালিনী
নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে যেথা শুধু বটে ও অশথে
ফেলেছে জটার জাল ; একা শশী জাগ্রত নিশায়
দূর তারা-লোকে জাগে ; কাঁদে রাত্রি অসিত-বরণা।

নাহি কি সন্তান কেহ দৃঢ়ব্রত পুরাণের বীর—
তোমার বন্ধন খুলি' ছুটে' যা'বে বাহির-জগতে,
নীরবে সংগ্রাম করি' ক্ষতদেহে জয়মাল্য ধরি'
আসিবে তোমার ঘরে সৌম্যমুখে সম্পদ্ বহিয়া ?—
নাহি কি তেমন কেহ ? তবে কেন সারাটি রাত্রির
কঠোর প্রতীক্ষা বহি' একা জাগো শুভ্র রুক্ষ পথে,—
ভিখারিণী, কহ' মোরে, কে নিয়েছে রত্ন অপহরি' ?
কতকাল এ দীনতা র'বে তুমি নীরবে সহিয়া ?

বিধাতা, আমারে শুধু দিলে এই লেখনী তোমার,
দিলে দৃষ্টি দেখিবার—ধরা খুলে মর্ম্মের বারতা !
দিলে না পাষাণ-বাহু, দিলে শুধু গভীর হৃদয় ;
একবার খুলে দাও ;—যেথা রাখো শক্তির নির্ঝর

সেথা হতে মন্ত্র ল'ব, মূর্ত্তি গড়ি' দিব কল্পনার
গড়িব এমন নয়, কর্ম্মী যেই, কহে নাক' কথা—
গতিহারা সৃষ্টি তব সে করিবে নব প্রাণময়—
জানি তা'রে বাধা দিবে, তবু তা'র অসীম নির্ভর।

মাঘ, ১৩৩৭

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

মোরা বলি, 'আর কেন ?—ক্ষান্ত করো বাণীর নির্ঝর
নবযুগ-মধুচ্ছন্দা ! মধ্যাহ্নের হ'ল অবসান ;
ছায়া হ'ল দীর্ঘতর ;—পূরবীতে যে করুণ তান,
বাজিছে কম্পিত সুরে, তা'রো শেষ ; গাঢ় কণ্ঠস্বর !'
মোরা বলি, 'কোথা' গাও ?—নগরীর বিলাস-সাগর
তুলিছে কি তব সুরে ? কিম্বা কোথা' সে বলিষ্ঠ প্রাণ—
যে ধরিবে বজ্রকণ্ঠে পরিত্যক্ত তোমার বিষাণ ?
ছায়া এলো ; কেন আর ?—ক্ষান্ত করো বাণীর নির্ঝর !'

দূর হ'তে কা'রা কহে, 'নহে. নহে আরো কিছুকাল !
না ফুরা'তে শেষরশ্মি গোধূলির অস্ফুট প্রবাহে,
কবি ! তুমি ক্লান্ত করে লেখনীর শেষ রক্তদানে
ঘুচাও এ মৃত্যু-তৃষা ! ওই দু'টি নয়ন বিশাল
না মুদিতে, স্পর্শে তা'র স্নিগ্ধ করো বিশ্বের প্রদাহে !
জীবন রচিব মোরা মৃত্যুজয়ী তোমার ও গানে !'

আষাঢ়, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

[কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে]

তুমি রবি আকাশের, হিরণ্ময় রথ-সমাসীন—
বৈদূর্য্য-মুকুট শিরে, আপিঙ্গল অরুণ-সারথি
সপ্ত তুরগের রশ্মি দৃঢ় মুষ্টিতলে—তূর্ণগতি
ধায় রথ—ছিন্নমেঘবাষ্পচূর্ণ আবর্ত্তে বিলীন,
জ্যোতিস্রোতে ভেসে যায়—এ উপমা আমাদের নহে।
অথবা যে 'অ্যাপোলো'র স্মিত হাসি ফুটালো ভাস্কর—
সূর্য্যের দেবতা যিনি, সপ্ত অশ্ব যাঁর রথ বহে,
সুঠাম সুন্দর মূর্ত্তি,—'লরেল-পল্লব'—শিরোপর,
কল্পনা নামিছে তাঁ'রে, কিন্তু সে যে কানে কানে কহে,-
'কবি যে স্বর্গের নহে—মর্ত্ত্যলোক করে সে ভাস্বর !'

হে মানব, জীবলোকে ক্ষণ-স্বর্গ করেছ সৃজন,
সে তব অমোঘ স্বপ্ন ;—সেথা মোরা লভিনু বিশ্রাম।
রৌদ্রদগ্ধ, শ্রান্ত তনু—পল্লবের ছায়া লভিলাম।
শ্যামস্নেহমুগ্ধদৃষ্টি লভিলাম মর্ম্মর-বীজন।
নেত্র ভরি' এলো অশ্রু, কণ্ঠ মোর স্তব্ধ হ'ল গানে—
গান নয়—যেন বাজে অপ্সরীর চরণ-নূপুর ;
মনে হয়, সুখস্বর্গ এলো বুঝি ধরার বিতানে,
একসাথে উঠে গন্ধ, গাঢ় ধূম ধূপ-অগুরুর—
বহুদূরে বাজে বাঁশী, মাতে প্রাণ অধীর সন্ধানে—
যত তাপ, যত দাহ মনে হয় সকলি মধুর।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

এ স্বপ্ন মিলা'য়ে যায়,—সূক্ষ্ম এই সুর-মূর্ত্তিগুলি
জীবনের রুক্ষপথে খণ্ডে খণ্ডে ধূলিতে লুটায়—
উচ্চকিত রাজপথে ত্রস্ত, ক্ষুব্ধ ঘন জনতায়
মাধুর্য্য হারায়ে প্রাণ নিরন্তর উঠে যে ব্যাকুলি' !
মোরা চেয়েছিনু শুধু প্রাণ ভ'রে লভিতে নিঃশ্বাস,
যেথা তুমি আন্দোলিছ নিরন্তর সঙ্গীত-সুরভি
তরলিত কণ্ঠস্বনে, ভাবনার স্বচ্ছ অবকাশ
যেথা তুমি বিস্তারিছ এ বিশ্বের প্রাণ-স্পর্শ লভি'
গম্ভীর, নির্ম্মল মন্ত্রে ! আমাদের ধূসর আকাশ
বিষনীল হ'য়ে উঠে—ভুলে যাই শান্ত ধ্যানচ্ছবি ।

প্রাচীরে পাংশুল রেখা—জনাকীর্ণ বসতির মাঝে
দাসজীবনের গ্লানি বহি' চলে অযুত ধিক্কার,
গোপন অশ্রুর ফল্গু, কঙ্করের মাঝে হাহাকার—
জড়তার মহাস্তূপে শুনিতেছি সুগভীর লাজে !
তাই, বড় সংগোপনে তব গান রেখেছি লুকায়ে
নিভৃত মুহূর্ত্তমাঝে—যবে অশ্রু উঠিবে উচ্ছলি'
অকারণে চৈত্র-রজনীতে, উদাস বসন্ত-বায়ে
শৃঙ্খল মোচন করি' অন্তরের কানে কানে বলি
তব উদ্বোধনী বাণী—শ্রান্ত প্রাণ রাখি যে জাগায়ে
নব প্রভাতের লাগি' স্তব্ধ করি' কণ্ঠের কাকলী ।

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮